চতুর্বিংশতি অধ্যায়

পাতাললোকের বর্ণনা

এই অধ্যায়ে সূর্যের ১০,০০০ যোজন নিম্নে রাহুর বর্ণনা করা হয়েছে, এবং অতল আদি সপ্ত অধঃলোকের বর্ণনা করা হয়েছে। রাহু সূর্য ও চন্দ্রমণ্ডলের অধঃদেশে অবস্থিত। রাহু যখন সূর্য ও চন্দ্রকে আচ্ছাদিত করে, তখন গ্রহণ হয়। ঋজু ও বক্রভাবে রাহুর অবস্থিতি অনুসারে সর্বগ্রাস ও অর্ধগ্রাস হয়।

রাহু গ্রহের ১০,০০,০০০ যোজন নীচে সিদ্ধ, চারণ এবং বিদ্যাধরদের স্থান, এবং তার নীচে যক্ষলোক ও রক্ষলোক। তার নীচে পৃথিবী এবং পৃথিবীর ৭০,০০০ যোজন নীচে অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল ও পাতাল। এই সপ্ত পাতালে দৈত্য ও দানবেরা তাদের স্ত্রী-পুত্রাদিসহ পরবর্তী জন্মের ভয়ে ভীত না হয়ে ইন্দ্রিয়তর্পণে মত্ত থাকে। এই সমস্ত লোকে সূর্যকিরণ প্রবেশ করে না, নাগদের মাথার মণির ছটায় অন্ধকার দূরীভূত হয়। এই সমস্ত স্থানের অধিবাসীরা জরাগ্রস্ত হয় না এবং ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত হয় না। তারা ভগবানের কালরূপী চক্র ব্যতীত অন্য কোন কারণে মৃত্যুভয়ে ভীত হয় না।

অতললোকে এক দৈত্যের জৃম্ভণের ফলে, স্বৈরিণী (স্বাধীন), কামিনী (কামোন্মত্ত) এবং পুংশ্চলী (পরপুরুষগামিণী)—এই ত্রিবিধা নারীর উৎপত্তি হয়। অতলের নীচে বিতলে হর-গৌরীর বাসস্থান। তাঁদের উপস্থিতির ফলে *হাটক* নামক এক প্রকার স্বর্ণ উৎপন্ন হয়। বিতলের নীচে সুতল; সেখানে মহাভাগবত বলি মহারাজ বাস করেন। বলি মহারাজের ঐকান্তিক ভক্তির জন্য ভগবান বামনদেবরূপে তাঁকে কৃপা করেন। ভগবান বলি মহারাজের যজ্ঞে গিয়ে তাঁর কাছে ত্রিপাদ ভূমি ভিক্ষা করেন, এবং সেই অজুহাতে তিনি তাঁর সর্বস্ব অপহরণ করে নেন। বলি মহারাজ সম্মত হলে, ভগবান তাঁর প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হন এবং তাঁর দ্বারপাল হন। সেই কথা *শ্রীমদ্ভাগবতের* অষ্টম স্কন্ধে বর্ণিত হয়েছে।

ভগবান যখন ভক্তকে জড় সুখ প্রদান করেন, তা তাঁর প্রকৃত অনুগ্রহ নয়। দেবতারা তাঁদের ঐশ্বর্য গর্বে গর্বিত হয়ে ভগবানের কাছে কেবল জড় সুখই প্রার্থনা করেন; কারণ, তা ছাড়া অন্য প্রকার সুখের বিষয়ে তাঁদের জানা নেই। প্রহ্লাদ

মহারাজের মতো ভক্তেরা কিন্তু জড় সুখ কামনা করেন না। এমনকি তাঁরা মুক্তিও কামনা করেন না, যদিও কেবল নামাভাস উচ্চারণের ফলে তাঁরা অনায়াসে সেই মুক্তি লাভ করতে পারেন।

সুতলের নীচে তলাতল। সেখানে ময়দানব বাস করে। মহাদেবের কৃপায় এই দানব সর্বদা জড় সুখে মত্ত। কিন্তু সে কখনও পরমার্থ সুখ লাভ করতে পারে না। তলাতলের নীচে মহাতল, যেখানে শত সহস্র ফণাবিশিষ্ট সাপেরা বাস করে। মহাতলের নীচে রসাতল এবং তার নীচে পাতাল, যেখানে বাসুকী তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে বাস করেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

অধস্তাৎ সবিতুর্যোজনাযুতে স্বর্ভানুর্নক্ষত্রবচ্চরতীত্যেকে যোঽসাবমরত্বং গ্রহত্বং চালভত ভগবদনুকম্পয়া স্বয়মসুরাপসদঃ সৈংহিকেয়ো হ্যতদর্হস্তস্য তাত জন্ম কর্মাণি চোপরিষ্টাদ্বক্ষ্যামঃ ॥ ১ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **অধস্তাৎ**—নীচে; **সবিতুঃ**—সূর্যমণ্ডলের; **যোজন**—আট মাইল; **অযুতে**—দশ হাজার; **স্বর্ভানুঃ**—রাহু গ্রহ; **নক্ষত্রবৎ**—নক্ষত্রের মতো; **চরতি**—বিচরণ করছে; **ইতি**—এইভাবে; **একে**—কোন পুরাণবেত্তা; **যঃ**—যিনি; **অসৌ**—তা; **অমরত্বম্**—দেবতাদের মতো দীর্ঘ আয়ু; **গ্রহত্বম্**—গ্রহের আধিপত্য; **চ**—এবং; **অলভত**—লাভ করেছে; **ভগবৎ-অনুকম্পয়া**—ভগবানের অনুগ্রহে; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **অসুর-অপসদঃ**—অসুরাধম; **সৈংহিকেয়ঃ**—সিংহিকার পুত্র; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অতৎ-অর্হঃ**—সেই পদের উপযুক্ত না হওয়া সত্ত্বেও; **তস্য**—তার; **তাত**—হে রাজন্; **জন্ম**—জন্ম; **কর্মাণি**—কার্যকলাপ; **চ**—ও; **উপরিষ্টাৎ**—পরে; **বক্ষ্যামঃ**—আমি বিশ্লেষণ করব।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—হে রাজন্, পৌরাণিকেরা বলেন যে, সূর্যের ১০,০০০ যোজন নীচে রাহু গ্রহ নক্ষত্রের মতো বিচরণ করছে। সেই গ্রহের অধিপতি সিংহিকানন্দন অসুরাধম। দেবত্ব ও গ্রহত্ব লাভের সম্পূর্ণ অযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও সে ভগবানের কৃপায় তা লাভ করেছে। তার কথা আমি পরে বর্ণনা করব।

শ্লোক ২

যদদস্তরণের্মণ্ডলং প্রতপতস্তদ্বিস্তরতো যোজনাযুতমাচক্ষতে দ্বাদশসহস্রং সোমস্য ত্রয়োদশসহস্রং রাহোর্যঃ পর্বণি তদ্ব্যবধানকৃদ্‌বৈরানুবন্ধঃ সূর্যাচন্দ্রমসাবভিধাবতি ॥ ২ ॥

যৎ—যা; **অদঃ**—তা; **তরণেঃ**—সূর্যের; **মণ্ডলম্**—মণ্ডল; **প্রতপতঃ**—যা সর্বদা তাপ বিতরণ করে; **তৎ**—তা; **বিস্তরতঃ**—বিস্তৃত; **যোজন**—আট মাইলের দূরত্ব; **অযুতম্**—দশ হাজার; **আচক্ষতে**—তারা হিসাব করে; **দ্বাদশ-সহস্রম্**—২০,০০০ যোজন (১৬০,০০০ মাইল); **সোমস্য**—চন্দ্রের; **ত্রয়োদশ**—ত্রিশ; **সহস্রম্**—হাজার; **রাহোঃ**—রাহু গ্রহের; **যঃ**—যা; **পর্বণি**—উপলক্ষ্যে; **তৎ-ব্যবধানকৃৎ**—অমৃত বিতরণের সময় যে সূর্য ও চন্দ্রের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করেছিল; **বৈর-অনুবন্ধঃ**—বৈরীভাব; **সূর্যা**—সূর্য; **চন্দ্রমসৌ**—এবং চন্দ্র; **অভিধাবতি**—পূর্ণিমা এবং অমাবস্যার সময় তাদের প্রতি ধাবমান হয়।

অনুবাদ

তাপের উৎস সূর্যমণ্ডল ১০,০০০ যোজন ও চন্দ্রমণ্ডল ২০,০০০ যোজন বিস্তৃত, এবং রাহুমণ্ডলের বিস্তার ৩০,০০০ যোজন। পূর্বে অমৃত বিতরণের সময়, রাহু সূর্য এবং চন্দ্রের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করে শত্রুতা সৃষ্টি করতে চেষ্টা করেছিল। রাহু সূর্য এবং চন্দ্র উভয়েরই প্রতি বৈরীভাবাপন্ন, এবং তাই সে প্রত্যেক অমাবস্যা ও পূর্ণিমাতে তাঁদের আচ্ছাদিত করতে চেষ্টা করে।

তাৎপর্য

এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সূর্য ১০,০০০ যোজন বিস্তৃত এবং চন্দ্র তার দ্বিগুণ অর্থাৎ ২০,০০০ যোজন বিস্তৃত। এখানে *দ্বাদশ* শব্দটির অর্থ দশের দ্বিগুণ অর্থাৎ কুড়ি। শ্রীবিজয়ধ্বজের মতে, রাহু চন্দ্রের দ্বিগুণ অর্থাৎ ৪০,০০০ যোজন। কিন্তু *শ্রীমদ্ভাগবতের* এই আপাত বিরোধের মীমাংসা করার জন্য শ্রীবিজয়ধ্বজ রাহু সম্বন্ধে নিম্নলিখিত শ্লোকটি উল্লেখ করেছেন—*রাহুসোমরবীণাং তু মণ্ডলা দ্বিগুণোক্তিতাম্* । অর্থাৎ রাহুর আয়তন চন্দ্রের দ্বিগুণ, যা সূর্যের দ্বিগুণ। এটি ভাষ্যকার শ্রীবিজয়ধ্বজের সিদ্ধান্ত।

শ্লোক ৩

তন্নিশম্যোভয়ত্রাপি ভগবতা রক্ষণায় প্রযুক্তং সুদর্শনং নাম ভাগবতং দয়িতমস্ত্রং তত্তেজসা দুর্বিষহং মুহুঃ পরিবর্তমানমভ্যবস্থিতো

মুহূর্তমুদ্বিজমানশ্চকিতহৃদয় আরাদেব নিবর্ততে তদুপরাগমিতি বদন্তি লোকাঃ ॥ ৩ ॥

তৎ—সেই পরিস্থিতি; **নিশম্য**—শ্রবণ করে; **উভয়ত্র**—চন্দ্র এবং সূর্য উভয়ের চারদিকে; **অপি**—বস্তুতপক্ষে; **ভগবতা**—ভগবানের দ্বারা; **রক্ষণায়**—তাঁদের রক্ষা করার জন্য; **প্রযুক্তম্**—নিযুক্ত করেছিলেন; **সুদর্শনম্**—শ্রীকৃষ্ণের চক্রকে; **নাম**—নামক; **ভাগবতম্**—সব চাইতে অন্তরঙ্গ ভক্ত; **দয়িতম্**—সব চাইতে প্রিয়; **অস্ত্রম্**—অস্ত্র; **তৎ**—তা; **তেজসা**—তেজের দ্বারা; **দুর্বিষহম্**—অসহ্য তাপ; **মুহুঃ**—বারংবার; **পরিবর্তমানম্**—সূর্য এবং চন্দ্রের চতুর্দিকে ভ্রাম্যমাণ; **অভ্যবস্থিতঃ**—অবস্থিত; **মুহূর্তম্**—এক মুহূর্তের জন্য (৪৮মিনিট); **উদ্বিজমানঃ**—যার মন উৎকণ্ঠায় পূর্ণ; **চকিত**—ভীত; **হৃদয়ঃ**—হৃদয়; **আরাৎ**—দূরবর্তী স্থান পর্যন্ত; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **নিবর্ততে**—পলায়ন করে; **তৎ**—সেই পরিস্থিতি; **উপরাগম্**—গ্রহণ; **ইতি**—এইভাবে; **বদন্তি**—তাঁরা বলেন; **লোকাঃ**—মানুষেরা।

অনুবাদ

চন্দ্র ও সূর্যের কাছে রাহুর আক্রমণের কথা অবগত হয়ে ভগবান শ্রীবিষ্ণু চন্দ্র ও সূর্যকে রক্ষা করার জন্য তাঁর শক্তিযুক্ত পরম প্রিয় সুদর্শন নামক অস্ত্র প্রয়োগ করেন। অবৈষ্ণবদের সংহার করার জন্য প্রচণ্ড তাপ এবং জ্যোতি সমন্বিত সুদর্শন রাহুর কাছে অসহ্য হয়েছিল, এবং তার ফলে সে ভয়ে পলায়ন করেছিল। রাহু যখন সূর্য এবং চন্দ্রকে আক্রমণ করে, লোকে তাকে গ্রহণ বলে।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীবিষ্ণু সর্বদাই দেবতা নামে পরিচিত তাঁর ভক্তদের ও রক্ষা করেন। দেবতারা বিষ্ণুর অত্যন্ত অনুগত। যদিও তারা ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করতে চান, তবুও ভগবানের অনুগত বলে তাঁদের দেবতা বা সুর বলা হয়। রাহু সূর্য এবং চন্দ্রকে আক্রমণ করেছিল। কিন্তু শ্রীবিষ্ণু তাঁদের রক্ষা করেছিলেন। বিষ্ণুর চক্রের ভয়ে ভীত হয়ে, রাহু সূর্য অথবা চন্দ্রের সম্মুখে এক মুহূর্তের (৪৮ মিনিটের) বেশি সময় থাকতে পারে না। রাহু যখন সূর্য এবং চন্দ্রের কিরণ আচ্ছাদিত করে, তখন তাকে গ্রহণ বলা হয়। বৈজ্ঞানিকদের চন্দ্রে যাওয়ার প্রচেষ্টা রাহুর আক্রমণের মতোই আসুরিক। তাদের প্রচেষ্টা অবশ্য অকৃতকার্য হবে, কারণ কেউই এত অনায়াসে সূর্য বা চন্দ্রে প্রবেশ করতে পারে না। রাহুর আক্রমণের মতো তাদের প্রচেষ্টাও অবশ্যই অকৃতকার্য হবে।

শ্লোক ৪

ততোঽধস্তাৎ সিদ্ধচারণবিদ্যাধরাণাং সদনানি তাবন্মাত্র এব ॥ ৪ ॥

ততঃ—রাহু গ্রহ; **অধস্তাৎ**—নিম্নে; **সিদ্ধ-চারণ**—সিদ্ধলোক এবং চারণলোক; **বিদ্যাধরানাম্**—বিদ্যাধরদের গ্রহলোক; **সদনানি**—বাসস্থান; **তাবৎ মাত্র**—সেই দূরত্ব (আশি হাজার মাইল); **এব**—প্রকৃতপক্ষে।

অনুবাদ

রাহু গ্রহের ১০ হাজার যোজন নীচে সিদ্ধলোক, চারণলোক এবং বিদ্যাধরলোক।

তাৎপর্য

কথিত আছে যে, সিদ্ধলোকবাসীরা স্বাভাবিকভাবেই যোগসিদ্ধি সমন্বিত হওয়ার ফলে, কোন রকম বিমান অথবা যন্ত্র ছাড়াই এক লোক থেকে আর এক লোকে গমনাগমন করতে পারেন।

শ্লোক ৫

ততোঽধস্তাদ্যক্ষরক্ষঃ পিশাচপ্রেতভূতগণানাং বিহারাজিরমন্তরিক্ষং যাবদ্বায়ুঃ প্রবাতি যাবন্মেঘা উপলভ্যন্তে ॥ ৫ ॥

ততঃ অধস্তাৎ—সিদ্ধ, চারণ এবং বিদ্যাধরলোকের নীচে; **যক্ষ-রক্ষঃ-পিশাচ-প্রেত-ভূত-গণানাম**—যক্ষ, রাক্ষস, পিশাচ, ভূত, প্রেত ইত্যাদির; **বিহার-অজিরম্**—বিহারস্থান; **অন্তরিক্ষম্**—অন্তরীক্ষ; **যাবৎ**—যতদূর পর্যন্ত; **বায়ুঃ**—বায়ু; **প্রবাতি**—প্রবাহিত হয়; **যাবৎ**—যতদূর পর্যন্ত; **মেঘাঃ**—মেঘ; **উপলভ্যন্তে**—দেখা যায়।

অনুবাদ

বিদ্যাধরলোক, চারণলোক এবং সিদ্ধলোকের নীচে যক্ষ, রাক্ষস, পিশাচ, ভূত, প্রেত আদির বিহারস্থান অন্তরীক্ষ। যতদূর পর্যন্ত বায়ু প্রবাহিত হয় এবং মেঘ বিচরণ করে, ততদূর পর্যন্ত অন্তরীক্ষ বিস্তৃত।

শ্লোক ৬

ততোঽধস্তাচ্ছতযোজনান্তর ইয়ং পৃথিবী যাবদ্ধংসভাসশ্যেন সুপর্ণাদয়ঃ পতত্রিপ্রবরা উৎপতন্তীতি ॥ ৬ ॥

ততঃ অধস্তাৎ—তার নীচে; **শত-যোজন**—এক শত যোজন; **অন্তরে**—অন্তরে; **ইয়ম্**—এই; **পৃথিবী**—পৃথিবী; **যাবৎ**—যতদূর পর্যন্ত; **হংস**—হংস; **ভাস**—শকুন; **শ্যেন**—শ্যেন; **সুপর্ণ-আদয়ঃ**—এবং অন্যান্য পক্ষী; **পতত্রি-প্রবরাঃ**—পক্ষীশ্রেষ্ঠ; **উৎপতন্তি**—উড়তে পারে; **ইতি**—এইভাবে।

অনুবাদ

যক্ষ, রক্ষ আদির বাসস্থানের ১০০ যোজন নীচে (৮০০ মাইল) এই পৃথিবী। যতদূর পর্যন্ত হংস, ভাস, শ্যেন আদি বড় বড় পাখিরা উড়তে পারে, ততদূর পর্যন্ত পৃথিবীর সীমা।

শ্লোক ৭

উপবর্ণিতং ভূমের্যথাসন্নিবেশাবস্থানমবনেরপ্যধস্তাৎ সপ্ত ভূবিবরা একৈকশো যোজনাযুতান্তরেণায়ামবিস্তারেণোপকল্পাঃ অতলং বিতলং সুতলং তলাতলং মহাতলং রসাতলং পাতালমিতি ॥ ৭ ॥

উপবর্ণিতম্—পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে; **ভূমেঃ**—পৃথিবীর; **যথা-সন্নিবেশ-অবস্থানম্**—বিভিন্ন গ্রহলোকের অবস্থান অনুসারে; **অবনেঃ**—পৃথিবী; **অপি**—নিশ্চিতভাবে; **অধস্তাৎ**—নীচে; **সপ্ত**—সাত; **ভূ-বিবরাঃ**—অন্য গ্রহলোক; **এক-একশঃ**—ব্রহ্মাণ্ডের সীমা পর্যন্ত ক্রমশ; **যোজন-অযুত-অন্তরেণ**—দশ হাজার যোজন অন্তরে (আশি হাজার মাইল); **আয়াম-বিস্তারেণ**—দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থে; **উপকল্পাঃ**—অবস্থিত; **অতলম্**—অতল; **বিতলম্**—বিতল; **সুতলম্**—সুতল; **তলাতলম্**—তলাতল; **মহাতলম্**—মহাতল; **রসাতলম্**—রসাতল; **পাতালম্**—পাতাল; **ইতি**—এই প্রকার।

অনুবাদ

হে রাজন্, পৃথিবীর অধোভাগে ব্রহ্মাণ্ডের সীমা পর্যন্ত প্রতি দশ হাজার যোজন অন্তরে অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল এবং পাতাল নামক অন্য আরও সাতটি গ্রহলোক রয়েছে। আমি ইতিপূর্বে পৃথিবীর অবস্থান সম্বন্ধে বর্ণনা করেছি। এই সাতটি গ্রহলোকের আয়তনও ভূমণ্ডলের সমান।

শ্লোক ৮

এতেষু হি বিলস্বর্গেষু স্বর্গাদপ্যধিককামভোগৈশ্বর্যানন্দভূতিবিভূতিভিঃ সুসমৃদ্ধ-ভবনোদ্যানাক্রীড়বিহারেষু দৈত্যদানবকাদ্রবেয়া নিত্যপ্রমুদিতানুরক্ত-

কলত্রাপত্যবন্ধুসুহৃদনুচরা গৃহপতয় ঈশ্বরাদপ্যপ্রতিহতকামা মায়াবিনোদা নিবসন্তি ॥ ৮ ॥

এতেষু—এগুলিতে; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **বিল-স্বর্গেষু**—বিলস্বর্গ নামক; **স্বর্গাৎ**—স্বর্গ থেকে; **অপি**—ও; **অধিক**—অধিক; **কাম-ভোগ**—ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ; **ঐশ্বর্য-আনন্দ**—ঐশ্বর্যজনিত আনন্দ; **ভূতি**—প্রভাব; **বিভূতিভিঃ**—সম্পত্তি; **সু-সমৃদ্ধ**—অত্যন্ত সমৃদ্ধ; **ভবন**—গৃহ; **উদ্যান**—কানন; **আক্রীড়-বিহারেষু**—ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের নানা প্রকার স্থানে; **দৈত্য**—দৈত্য; **দানব**—দানব; **কাদ্রবেয়াঃ**—সর্প; **নিত্য**—সর্বদা; **প্রমুদিত**—অত্যন্ত আনন্দিত; **অনুরক্ত**—আসক্তির ফলে; **কলত্র**—পত্নী; **অপত্য**—সন্তান; **বন্ধু**—আত্মীয়স্বজন; **সুহৃৎ**—অন্তরঙ্গ সখা; **অনুচরাঃ**—অনুচর; **গৃহ-পতয়ঃ**—গৃহস্বামী; **ঈশ্বরাৎ**—দেবতাদের থেকেও অধিক সমর্থ; **অপি**—ও; **অপ্রতিহত-কামাঃ**—অপ্রতিহত কামভোগ যাদের; **মায়া**—মায়া; **বিনোদাঃ**—যারা সুখ অনুভব করে; **নিবসন্তি**—বাস করে।

অনুবাদ

বিলস্বর্গ নামক এই সপ্ত পাতালে যে সমস্ত ভবন, উদ্যান, ক্রীড়াস্থান ও বিহারভূমি রয়েছে সেগুলি স্বর্গের থেকেও অধিক সমৃদ্ধ। কারণ অসুরদের ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ, ঐশ্বর্য এবং প্রভাবের মান অনেক উচ্চ। এই লোকের অধিবাসী দৈত্য, দানব এবং নাগেরা গৃহসুখ উপভোগে মগ্ন। তাদের পত্নী, সন্তান, বন্ধুবান্ধব সকলেই মায়িক জড় সুখভোগে মগ্ন। দেবতাদের সুখভোগ কখনও কখনও প্রতিহত হয়, কিন্তু এই সমস্ত লোকের অধিবাসীরা অপ্রতিহত সুখ ভোগ করে। এইভাবে তারা মায়িক সুখের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত।

তাৎপর্য

প্রহ্লাদ মহারাজ বলেছেন যে, জড় সুখ হচ্ছে মায়া সুখ। বৈষ্ণব সর্বদা এই প্রকার মায়াসুখ থেকে জীবদের উদ্ধার করার জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত থাকেন। প্রহ্লাদ মহারাজ বলেছেন, *মায়াসুখায় ভরম্ উদ্বহতো বিমূঢ়ান্*—এই সমস্ত বিমূঢ় ব্যক্তিরা অনিত্য জড় সুখভোগে মগ্ন। স্বর্গে, নরকে ও মর্ত্যে সর্বত্রই মানুষেরা অনিত্য জড় সুখভোগে মগ্ন। তারা ভুলে গেছে যে, যথাসময়ে প্রকৃতির নিয়মে তাদের দেহের পরিবর্তন করতে হবে এবং জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধির ক্লেশ ভোগ করতে হবে। পরবর্তী জীবনে যে কি হবে সেই কথা চিন্তা না করে বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা কেবল তাদের ক্ষণস্থায়ী জীবনের সুখভোগেই ব্যস্ত। এই প্রকার বিমূঢ় বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদের চিন্ময় আনন্দ প্রদান করার জন্য বৈষ্ণব সর্বদা উৎকণ্ঠিত থাকেন।

শ্লোক ৯

যেষু মহারাজ ময়েন মায়াবিনা বিনির্মিতাঃ পুরো নানামণিপ্রবরপ্রবেক-বিরচিতবিচিত্রভবনপ্রাকারগোপুরসভাচৈত্যচত্বরায়তনাদিভির্নাগাসুর-মিথুনপারাবতশুকশারিকাকীর্ণকৃত্রিমভূমিভির্বিবরেশ্বরগৃহোত্তমৈঃ সমলঙ্কৃতাশ্চকাসতি ॥ ৯ ॥

যেষু—সেই সমস্ত অধঃলোকে; **মহারাজ**—হে মহারাজ; **ময়েন**—ময়দানবের দ্বারা; **মায়াবিনা**—জড়সুখ ভোগের আয়োজন করতে অত্যন্ত পারদর্শী; **বিনির্মিতাঃ**—নির্মিত; **পুরঃ**—নগরী; **নানা-মণি-প্রবর**—বহুমূল্য মণিমাণিক্যের; **প্রবেক**—শ্রেষ্ঠ; **বিরচিত**—নির্মিত; **বিচিত্র**—আশ্চর্যজনক; **ভবন**—গৃহ; **প্রাকার**—প্রাচীর; **গোপুর**—দ্বার; **সভা**—সভাগৃহ; **চৈত্য**—মন্দির; **চত্বর**—প্রাঙ্গণ; **আয়তন-আদিভিঃ**—প্রবাসীজনের বিশ্রামগৃহ, প্রমোদভবন ইত্যাদি; **নাগ**—সাপ; **অসুর**—অসুর বা নাস্তিক ব্যক্তি; **মিথুন**—মিথুন; **পারাবত**—কপোত; **শুক**—শুক পক্ষী; **শারিকা**—শারি; **আকীর্ণ**—সমাকীর্ণ; **কৃত্রিম**—কৃত্রিম; **ভূমিভিঃ**—ভূমি; **বিবর-ঈশ্বর**—সেই লোকের অধিপতিদের; **গৃহ-উত্তমৈঃ**—উত্তম গৃহের দ্বারা; **সমলঙ্কৃতাঃ**—অলঙ্কৃত; **চকাসতি**—অতি মনোহর শোভা ধারণ করেছে।

অনুবাদ

হে মহারাজ, যাকে বলা হয় বিলস্বর্গ, সেই কৃত্রিম স্বর্গে ময় নামক এক মহা দানব রয়েছে, যে অত্যন্ত দক্ষ শিল্পী এবং স্থপতি। সে অপূর্ব সুন্দরভাবে অলঙ্কৃত সমস্ত নগরী নির্মাণ করেছে। সেখানে বহু বিচিত্র ভবন, প্রাচীর, দ্বার, সভাগৃহ, মন্দির, চত্বর, এমনকি প্রবাসীজনের বাসস্থান নির্মাণ করেছে। সেই গ্রহলোকের নেতাদের প্রাসাদগুলি তৈরি হয়েছে সব চাইতে মূল্যবান মণিরত্ন দিয়ে, এবং সেগুলি সর্বদা নাগ, অসুর, এবং কপোত, শুক, শারি ইত্যাদি পক্ষীতে সমাকীর্ণ। সেই কৃত্রিম স্বর্গপুরী অত্যন্ত সুন্দরভাবে অলঙ্কৃত হয়ে অতি মনোহর শোভা ধারণ করে বিরাজ করছে।

শ্লোক ১০

উদ্যানানি চাতিতরাং মনইন্দ্রিয়ানন্দিভিঃ কুসুমফলস্তবকসুভগকিসলয়াবন-তরুচিরবিটপবিটপিনাং লতাঙ্গালিঙ্গিতানাং শ্রীভিঃ সমিথুনবিবিধবিহঙ্গম-

জলাশয়ানামমলজলপূর্ণানাং ঋষকুলোল্লঙ্ঘনক্ষুভিতনীরনীরজকুমুদ-কুবলয়কহ্লারনীলোৎপল লোহিতশতপত্রাদিবনেষু কৃতনিকেতনানামেক-বিহারাকুলমধুরবিবিধস্বনাদিভিরিন্দ্রিয়োৎসবৈরমরলোকশ্রিয়মতি-শয়িতানি ॥ ১০ ॥

উদ্যানানি—উদ্যানসমূহ; **চ**—ও; **অতিতরাম্**—অত্যন্ত; **মনঃ**—মনে; **ইন্দ্রিয়**—এবং ইন্দ্রিয়ের; **আনন্দিভিঃ**—আনন্দদায়ক; **কুসুম**—ফুলের; **ফল**—ফলের; **স্তবক**—গুচ্ছ; **সুভগ**—অত্যন্ত সুন্দর; **কিসলয়**—নব পল্লব; **অবনত**—অবনত; **রুচির**—আকর্ষণীয়; **বিটপ**—শাখা সমন্বিত; **বিটপিনাম্**—বৃক্ষের; **লতা-অঙ্গ-আলিঙ্গিতানাম্**—লতাঙ্গ দ্বারা আলিঙ্গিত; **শ্রীভিঃ**—সৌন্দর্যের দ্বারা; **স-মিথুন**—জোড়ায়; **বিবিধ**—বিভিন্ন প্রকার; **বিহঙ্গম**—পক্ষী সমাকীর্ণ; **জল-আশয়ানাম্**—জলাশয়ের; **অমল-জল-পূর্ণানাম্**—স্বচ্ছ নির্মল জলে পূর্ণ; **ঋষ-কুল-উল্লঙ্ঘন**—বিভিন্ন প্রকার মাছের উল্লম্ফনের ফলে; **ক্ষুভিত**—ক্ষুব্ধ; **নীর**—জলে; **নীরজ**—পদ্মের; **কুমুদ**—কুমুদ; **কুবলয়**—কুবলয়; **কহ্লার**—কহ্লার; **নীল-উৎপল**—নীল কমল; **লোহিত**—লাল; **শত-পত্র-আদি**—শত পত্র সমন্বিত পদ্মফুল ইত্যাদি; **বনেষু**—বনে; **কৃত-নিকেতনানাম্**—যে সমস্ত পাখিরা তাদের নীড় বানিয়েছে; **এক-বিহার-আকুল**—নিরবচ্ছিন্ন আনন্দে আকুল চিত্ত; **মধুর**—মধুর; **বিবিধ**—নানা ধরনের; **স্বন-আদিভিঃ**—নিনাদের দ্বারা; **ইন্দ্রিয়-উৎসবৈঃ**—ইন্দ্রিয়ের উৎসব; **অমর-লোক-শ্রিয়ম্**—দেবলোকের সৌন্দর্য; **অতিশয়িতানি**—অতিক্রম করেছে।

অনুবাদ

সেই কৃত্রিম স্বর্গের উদ্যানগুলি যেন অমরলোকের সৌন্দর্যকে অতিক্রম করে শোভা পাচ্ছে। সেই উদ্যানে নানাবিধ বৃক্ষ লতাঙ্গ দ্বারা আলিঙ্গিত এবং তাদের শাখাসমূহ ফল, ফুলের গুচ্ছ এবং সুন্দর নব পল্লবের ভারে অবনত হয়ে এমন শোভা ধারণ করেছে যে, তা দর্শন করা মাত্রই দর্শকের মন-প্রাণ আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। আর সেখানে যে জলাশয় রয়েছে তা স্বচ্ছ নির্মল জলে পূর্ণ; সেই জলে নানা প্রকার মাছ উল্লম্ফন করায় তা ক্ষুব্ধ হচ্ছে। সেই জলাশয়গুলি কুমুদ, কুবলয়, কহ্লার, নীল ও লাল পদ্ম দ্বারা সুশোভিত। সেখানে চক্রবাক আদি যে সমস্ত বিহঙ্গ-মিথুন বাস করছে, তারা নিরবচ্ছিন্ন আনন্দে আকুল চিত্ত হয়ে নানা প্রকার কূজনে সমস্ত কাননকে মুখরিত করছে। সেই মনোরম ধ্বনি মন এবং ইন্দ্রিয়ের অপূর্ব আনন্দ বিধান করে।

শ্লোক ১১

যত্র হ বাব ন ভয়মহোরাত্রাদিভিঃ কালবিভাগৈরুপলক্ষ্যতে ॥ ১১ ॥

যত্র— যেখানে; **হ বাব**— নিশ্চিতভাবে; **ন**—না; **ভয়ম্**—ভয়; **অহঃ-রাত্র-আদিভিঃ**—দিন এবং রাত্রির ফলে; **কাল-বিভাগৈঃ**—কাল বিভাগ; **উপলক্ষ্যতে**—অনুভূত হয়।

অনুবাদ

যেহেতু সেখানে সূর্যকিরণ প্রবেশ করে না, তাই সেখানে দিন ও রাত্রির কালবিভাগ নেই, সুতরাং কালজনিত কোন ভয়ও সেখানে নেই।

শ্লোক ১২

যত্র হি মহাহিপ্রবরশিরোমণয়ঃ সর্বং তমঃ প্রবাধন্তে ॥ ১২ ॥

যত্র— যেখানে; **হি**— নিশ্চিতভাবে; **মহা-অহি**— মহাসর্প; **প্রবর**— শ্রেষ্ঠ; **শিরঃ-মণয়ঃ**—তাদের মাথার মণি; **সর্বম্**— সমস্ত; **তমঃ**— অন্ধকার; **প্রবাধন্তে**—দূর করে।

অনুবাদ

সেখানে বহু মহাসর্প বাস করে, যাদের মাথার মণির প্রভায় চতুর্দিকের অন্ধকার দূর হয়।

শ্লোক ১৩

ন বা এতেষু বসতাং দিব্যৌষধিরসরসায়নান্নপানস্নানাদিভিরাধয়ো ব্যাধয়ো বলীপলিতজরাদয়শ্চ দেহবৈবর্ণ্যদৌর্গন্ধ্যস্বেদক্লমগ্লানিরিতি বয়োঽবস্থাশ্চ ভবন্তি ॥ ১৩ ॥

ন—না; **বা**—অথবা; **এতেষু**—এই সমস্ত লোকে; **বসতাম্**—যারা বাস করে; **দিব্য**—আশ্চর্যজনক; **ঔষধি**—ওষধির; **রস**—রস; **রসায়ন**—দীর্ঘ আয়ু প্রদানকারী রসায়ন; **অন্ন**—আহার করে; **পান**—পান করে; **স্নানাদিভিঃ**—স্নান আদি দ্বারা; **আধয়ঃ**—মানসিক ক্লেশ; **ব্যাধয়ঃ**—ব্যাধি; **বলী**—বলী রেখা; **পলিত**—পাকা চুল; **জরা**—জরা; **আদয়ঃ**—ইত্যাদি; **চ**—ও; **দেহ-বৈবর্ণ্য**—দেহের বৈবর্ণ্য; **দৌর্গন্ধ্য**—দুর্গন্ধ; **স্বেদ**—স্বেদ; **ক্লম**—শ্রান্তি; **গ্লানিঃ**—উৎসাহের অভাব; **ইতি**—এইভাবে; **বয়ঃ অবস্থাঃ**—বার্ধক্যজনিত দুর্দশা; **চ**—এবং; **ভবন্তি**—হয়।

অনুবাদ

যেহেতু সেই সমস্ত লোকের অধিবাসীরা দিব্য ঔষধির রস পান করে এবং ঐ রসে স্নান করে, তাই তারা সব রকম মানসিক উৎকণ্ঠা এবং শারীরিক ব্যাধি থেকে মুক্ত। তাদের চুল পাকে না, শরীরে বলীরেখা দেখা দেয় না এবং তাদের দেহে বার্ধক্যজনিত জরা দেখা দেয় না। তাদের শরীরের কান্তি কখনও মলিন হয় না, তাদের ঘামজনিত দুর্গন্ধ হয় না, এবং তারা বার্ধক্যজনিত শ্রান্তি ও অনুৎসাহ অনুভব করে না।

শ্লোক ১৪

ন হি তেষাং কল্যাণানাং প্রভবতি কুতশ্চন মৃত্যুর্বিনা ভগবত্তেজসশ্চক্রাপদেশাৎ ॥ ১৪ ॥

ন হি—না; **তেষাম্**—তাদের; **কল্যাণানাম্**—যারা স্বভাবতই শুভ; **প্রভবতি**—প্রভাবিত করতে সমর্থ; **কুতশ্চন**—কোথা থেকেও; **মৃত্যুঃ**—মৃত্যু; **বিনা**—ব্যতীত; **ভগবৎ-তেজসঃ**—ভগবানের শক্তির; **চক্র-অপদেশাৎ**—সুদর্শন চক্র থেকে।

অনুবাদ

তারা অত্যন্ত মঙ্গলজনকভাবে জীবনযাপন করে এবং কালরূপী ভগবানের সুদর্শন চক্র ব্যতীত অন্য কোনভাবে তারা মৃত্যুভয়ে ভীত হয় না।

তাৎপর্য

জড় অস্তিত্বের এই দোষ। পাতাললোকে সবকিছু অত্যন্ত সুন্দরভাবে আয়োজিত হয়েছে। সেখানে সুন্দর বাসস্থান, মনোরম বাতাবরণ, দৈহিক ক্লেশ এবং মানসিক উৎকণ্ঠামুক্ত জীবন, সবকিছুই রয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের কর্ম অনুসারে পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয়। যারা মন্দমতি, তারা জড়-জাগতিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানকারী জড় সভ্যতার এই ত্রুটি বুঝতে পারে না। মানুষ তার ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য যত আয়োজন করুক না কেন, যথাসময়ে তাকে মৃত্যুবরণ করতে হয়। আসুরিক সভ্যতা জীবনকে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যময় করে তোলার জন্য চেষ্টা করে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা মৃত্যুকে রোধ করতে পারে না। সুদর্শন চক্রের প্রভাবে তাদের তথাকথিত জড় সুখ কখনই স্থায়ী হতে পারবে না।

শ্লোক ১৫

যস্মিন্ প্রবিষ্টেঽসুরবধূনাং প্রায়ঃ পুংসবনানি ভয়াদেব স্রবন্তি পতন্তি চ ॥ ১৫ ॥

যস্মিন্—যেখানে; **প্রবিষ্টে**—যখন প্রবেশ করে; **অসুর-বধূনাম্**—অসুর-রমণীদের; **প্রায়ঃ**—প্রায়ই; **পুংসবনানি**—গর্ভ; **ভয়াৎ**—ভয়ে; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **স্রবন্তি**—স্খলিত হয়; **পতন্তি**—পতিত হয়; **চ**—এবং।

অনুবাদ

সুদর্শন চক্র যখন এই প্রদেশে প্রবেশ করেন, তখন ভয়ে গর্ভবতী অসুর-রমণীদের গর্ভপাত হয়।

শ্লোক ১৬

অথাতলে ময়পুত্রোঽসুরো বলো নিবসতি যেন হ বা ইহ সৃষ্টাঃ ষণ্ণবতির্মায়াঃ কাশ্চনাদ্যাপি মায়াবিনো ধারয়ন্তি যস্য চ জৃম্ভমাণস্য মুখতস্ত্রয়ঃ স্ত্রীগণা উদপদ্যন্ত স্বৈরিণ্যঃ কামিন্যঃ পুংশ্চল্য ইতি যা বৈ বিলায়নং প্রবিষ্টং পুরুষং রসেন হাটকাখ্যেন সাধয়িত্বা স্ববিলাসাবলোকনানুরাগস্মিতসংলাপোপগূহনাদিভিঃ স্বৈরং কিল রময়ন্তি যস্মিন্নুপযুক্তে পুরুষ ঈশ্বরোঽহং সিদ্ধোঽহমিত্যযুতমহাগজ-বলমাত্মানমভিমন্যমানঃ কত্থতে মদান্ধ ইব ॥ ১৬ ॥

অথ—এখন; **অতলে**—অতললোকে; **ময়-পুত্রঃ-অসুরঃ**—ময়ের অসুর পুত্র; **বলঃ**—বল; **নিবসতি**—বাস করে; **যেন**—যার দ্বারা; **হ বা**—প্রকৃতপক্ষে; **ইহ**—এতে; **সৃষ্টাঃ**—সৃষ্ট; **ষট্-ণবতিঃ**—ছিয়ানব্বই; **মায়াঃ**—বিভিন্ন প্রকার মায়া; **কাশ্চন**—কোন; **অদ্যাপি**—আজও; **মায়াবিনঃ**—যারা যাদুবিদ্যায় পারদর্শী (যেমন সোনা তৈরি করা); **ধারয়ন্তি**—ধারণ করে; **যস্য**—যার; **চ**—ও; **জৃম্ভমাণস্য**—জৃম্ভণের ফলে; **মুখতঃ**—মুখ থেকে; **ত্রয়ঃ**—তিন প্রকার; **স্ত্রী-গণাঃ**—রমণী; **উদপদ্যন্ত**—সৃষ্টি হয়েছে; **স্বৈরিণ্যঃ**—স্বৈরিণী (স্ববর্ণে রতা); **কামিন্যঃ**—কামিনী (অত্যন্ত কামুক হওয়ার ফলে, যারা অন্য বর্ণের মানুষকে বিবাহ করে); **পুংশ্চল্যঃ**—পুংশ্চলী (এক পতি থেকে অন্য পতিতে গমনকারিণী); **ইতি**—এইভাবে; **যাঃ**—যে; **বৈ**—নিশ্চিতভাবে; **বিল-অয়নম্**—পাতাললোক; **প্রবিষ্টম্**—

প্রবেশ করে; **পুরুষম্**—পুরুষ; **রসেন**—রসের দ্বারা; **হাটক-আখ্যেন**—হাটক নামক মাদক ওষধি থেকে প্রস্তুত; **সাধয়িত্বা**—রতিক্রিয়ায় সমর্থ করে; **স্ব-বিলাস**—তাদের নিজেদের ইন্দ্রিয়সুখের জন্য; **অবলোকন**—দৃষ্টিপাতের দ্বারা; **অনুরাগ**—কামপূর্ণ; **স্মিত**—হাসির দ্বারা; **সংলাপ**—আলাপের দ্বারা; **উপগূহন-আদিভিঃ**—এবং আলিঙ্গনের দ্বারা; **স্বৈরম্**—তাদের বাসনা অনুসারে; **কিল**—বাস্তবিকপক্ষে; **রময়ন্তি**—মৈথুনসুখ উপভোগ করে; **যস্মিন্**—যা; **উপযুক্তে**—যখন ব্যবহার করা হয়; **পুরুষঃ**—পুরুষ; **ঈশ্বরঃ অহম্**—আমি সব চাইতে শক্তিশালী ব্যক্তি; **সিদ্ধঃ অহম্**—আমি সর্বশ্রেষ্ঠ; **ইতি**—এইভাবে; **অযুত**—দশ হাজার; **মহা-গজ**—বিশাল হস্তী; **বলম্**—শক্তি; **আত্মানম্**—স্বয়ং; **অভিমন্যমানঃ**—গর্বান্বিত হয়ে; **কত্থতে**—তারা বলে; **মদান্ধঃ**—অহংকারের ফলে অন্ধ হয়ে; **ইব**—সদৃশ।

অনুবাদ

"হে রাজন, আমি এখন আপনাকে একে একে অতল আদি লোকের বর্ণনা করব। অতলে ময়দানবের পুত্র বল নামক অসুর বাস করে। এই বলই ছিয়ানব্বই প্রকার মায়া সৃষ্টি করেছে। তথাকথিত যোগী এবং স্বামীরা আজও সেই মায়াশক্তির বলে মানুষকে প্রতারণা করে। সেই দানবের জৃম্ভণের ফলে তার মুখ থেকে স্বৈরিণী, কামিনী এবং পুংশ্চলী—এই তিন প্রকার রমণীর সৃষ্টি হয়েছে। স্বৈরিণীরা স্ববর্ণের পুরুষদের বিবাহ করে, কামিনীরা অন্য বর্ণের পুরুষদের বিবাহ করে, এবং পুংশ্চলীরা একের পর এক পতি পরিবর্তন করে। কোন পুরুষ যদি অতলে প্রবেশ করে, সেই সমস্ত নারী তাকে হাটক রস পান করায়। এই মাদক পানের ফলে তাদের যৌন ক্রিয়ায় প্রবল সামর্থ্য হয়, এবং সেই রমণীরা তাদের সঙ্গে সম্ভোগে লিপ্ত হয়। সেই রমণীরা তাদের আকর্ষণীয় অবলোকন, নির্জন ভাষণ, অনুরাগযুক্ত হাস্য এবং আলিঙ্গনের দ্বারা তাদের বিমোহিত করে তাদের ইচ্ছা অনুসারে রমণ করায়। তাদের বর্ধিত রতি সামর্থ্যের ফলে তারা নিজেদের অযুত হস্তীর থেকেও বলবান বলে মনে করে মদান্ধ হয়। অহঙ্কারে মত্ত হয়ে তারা তাদের আসন্ন মৃত্যু সম্বন্ধে অচেতন থেকে নিজেদের ভগবান বলে মনে করে।

শ্লোক ১৭

ততোঽধস্তাদ্‌বিতলে হরো ভগবান্ হাটকেশ্বরঃ স্বপার্ষদভূতগণাবৃতঃ প্রজাপতিসর্গোপবৃংহণায় ভবো ভবান্যা সহ মিথুনীভূত আস্তে যতঃ প্রবৃত্তা সরিৎপ্রবরা হাটকী নাম ভবয়োর্বীর্যেণ যত্র চিত্রভানুর্মাতরিশ্বনা

সমিধ্যমান ওজসা পিবতি তন্নিষ্ঠ্যূতং হাটকাখ্যং সুবর্ণং ভূষণেনাসুরেন্দ্রাবরোধেষু পুরুষাঃ সহ পুরুষীভির্ধারয়ন্তি ॥ ১৭ ॥

ততঃ—অতললোকের; **অধস্তাৎ**—নীচে; **বিতলে**—বিতললোকে; **হরঃ**—ভগবান শিব; **ভগবান্**—পরম শক্তিমান; **হাটকেশ্বরঃ**—স্বর্ণের ঈশ্বর; **স্ব-পার্ষদ**—তাঁর পার্ষদসহ; **ভূত-গণ**—ভূত-প্রেত; **আবৃতঃ**—পরিবৃত; **প্রজাপতি-সর্গ**—ব্রহ্মার সৃষ্টি; **উপবৃংহণায়**—প্রজা বৃদ্ধির জন্য; **ভবঃ**—মহাদেব; **ভবান্যা সহ**—তাঁর পত্নী ভবানীসহ; **মিথুনী-ভূতঃ**—মৈথুনরত; **আস্তে**—থাকেন; **যতঃ**—সেই (বিতল) লোক থেকে; **প্রবৃত্তা**—উদ্ভূতা হয়; **সরিৎ-প্রবরা**—মহানদী; **হাটকী**—হাটকী; **নাম**—নামক; **ভবয়োঃ বীর্যেণ**—হর-গৌরীর বীর্য থেকে; **যত্র**—যেখানে; **চিত্র-ভানুঃ**—অগ্নিদেব; **মাতরিশ্বনা**—বায়ুর দ্বারা; **সমিধ্যমানঃ**—উজ্জ্বলভাবে প্রজ্বলিত; **ওজসা**—মহা তেজসহ; **পিবতি**—পান করেন; **তৎ**—তা; **নিষ্ঠ্যূতম্**—ফুৎকার করেন; **হাটক-আখ্যম্**—হাটক নামক; **সুবর্ণম্**—স্বর্ণ; **ভূষণেন**—বিভিন্ন প্রকারের অলঙ্কারের দ্বারা; **অসুরেন্দ্র**—মহা অসুরের; **অবরোধেষু**—গৃহে; **পুরুষাঃ**—পুরুষগণ; **সহ**—সঙ্গে; **পুরুষীভিঃ**—নারীগণ; **ধারয়ন্তি**—ধারণ করে।

অনুবাদ

অতল লোকের নীচে বিতল, যেখানে হাটকেশ্বর শিব তাঁর অনুচর ভূতপ্রেত সহ মিলিত হয়ে প্রজাপতি ব্রহ্মার সৃষ্টি বৃদ্ধি করার জন্য ভবানীসহ মিথুনীভূত হয়ে বাস করছেন। হর-গৌরীর বীর্য থেকে হাটকী নামক নদী বিতল থেকে প্রবাহিত হচ্ছে। অগ্নি বায়ুবলে অত্যন্ত প্রজ্বলিত হয়ে, সেই নদীতে প্রবাহিত জলরূপ বীর্য পান করে ফুৎকার করেন। তার ফলে হাটক নামক স্বর্ণের উৎপত্তি হয়। সেই গ্রহলোকের অসুর এবং অসুরীরা সেই হাটক-স্বর্ণনির্মিত ভূষণ পরিধান করে মহাসুখে সেখানে বাস করে।

তাৎপর্য

এই বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, ভব এবং ভবানীর মৈথুনের যে বীর্য নির্গত হয়, তা যখন অগ্নির দ্বারা উত্তপ্ত হয়, তখন স্বর্ণ উৎপন্ন হয়। বলা হয় যে, মধ্য যুগের অপরসায়নবিদ্‌রা (অ্যালকেমিস্ট) অপকৃষ্ট ধাতু থেকে সোনা তৈরি করার চেষ্টা করত। শ্রীল সনাতন গোস্বামীও বলেছেন যে, কাঁসা আদি অপকৃষ্ট ধাতু যখন পারদের দ্বারা বিশেষভাবে জারিত হয়, তখন তা সোনায় পরিণত হয়।

নীচকুলোদ্ভূত মানুষ যে দীক্ষার মাধ্যমে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করতে পারে, সেই প্রসঙ্গে শ্রীল সনাতন গোস্বামী এই দৃষ্টান্তটি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন—

যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ ।
তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্ ॥

"পারদের দ্বারা জারিত হওয়ার ফলে কাঁসা যেমন সোনায় পরিণত হয়, তেমনই নিম্নকুলোদ্ভূত ব্যক্তি বৈষ্ণব দীক্ষার মাধ্যমে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করে।" আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ ম্লেচ্ছ এবং যবনদেরও আমিষ আহার, অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ, দ্যূতক্রীড়া এবং আসব পান বর্জন করিয়ে, যথাযথভাবে দীক্ষা দান করার মাধ্যমে প্রকৃত ব্রাহ্মণে পরিণত করার চেষ্টা করছে। যে ব্যক্তি এই চারটি পাপকর্ম বর্জন করে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করেন, তিনি অবশ্যই এইভাবে দীক্ষিত হওয়ার ফলে শুদ্ধ ব্রাহ্মণে পরিণত হতে পারেন, যে কথা শ্রীল সনাতন গোস্বামী বলেছেন।

আর তা ছাড়া, এই শ্লোক থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, যথাযথ প্রক্রিয়ায় পারদ এবং কাঁসার মিশ্রণকে উত্তপ্ত ও গলানোর ফলে অতি সস্তায় সোনা তৈরি করা যায়। মধ্যযুগের ইওরোপীয় অ্যালকেমিস্টরা সোনা তৈরি করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সফল হতে পারেনি, তার কারণ হয়তো তারা ঠিকমতো শাস্ত্রনির্দেশ অনুসরণ করতে পারেনি।

শ্লোক ১৮

ততোঽধস্তাৎ সুতলে উদারশ্রবাঃ পুণ্যশ্লোকো বিরোচনাত্মজো বলির্ভগবতা মহেন্দ্রস্য প্রিয়ং চিকীর্ষমাণেনাদিতের্লব্ধকায়ো ভূত্বা বটুবামনরূপেণ পরাক্ষিপ্তলোকত্রয়ো ভগবদনুকম্পয়ৈব পুনঃ প্রবেশিত ইন্দ্রাদিষ্ববিদ্যমানয়া সুসমৃদ্ধয়া শ্রিয়াভিজুষ্টঃ স্বধর্মেণারাধয়ংস্তমেব ভগবন্তমারাধনীয়মপগতসাধস আস্তেঽধুনাপি ॥ ১৮ ॥

ততঃ অধস্তাৎ—বিতললোকের নীচে; **সুতলে**—সুতললোকে; **উদার-শ্রবাঃ**—অত্যন্ত যশস্বী; **পুণ্য-শ্লোকঃ**—অতি পুণ্যবান এবং আধ্যাত্মিক চেতনায় অত্যন্ত উন্নত; **বিরোচনাত্মজঃ**—বিরোচনের পুত্র; **বলিঃ**—বলি মহারাজ; **ভগবতা**—ভগবানের দ্বারা; **মহা-ইন্দ্রস্য**—দেবরাজ ইন্দ্রের; **প্রিয়ম্**—মঙ্গল; **চিকীর্ষমাণেন**—সাধন করার বাসনায়; **আদিতেঃ**—অদিতি থেকে; **লব্ধ-কায়ঃ**—তাঁর দেহ প্রাপ্ত হয়ে; **ভূত্বা**—আবির্ভূত হয়ে; **বটু**—ব্রহ্মচারী; **বামন-রূপেণ**—বামনরূপে; **পরাক্ষিপ্ত**—অপহরণ করেছিলেন; **লোক-**

ত্রয়ঃ—ত্রিলোক; **ভগবৎ-অনুকম্পয়া**—ভগবানের অনুগ্রহে; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **পুনঃ**—পুনরায়; **প্রবেশিতঃ**—প্রবেশ করিয়েছিলেন; **ইন্দ্রাদিষু**—দেবরাজ ইন্দ্রেরও; **অবিদ্যমানয়া**—দুর্লভ; **সুসমৃদ্ধয়া**—সম্পদে সমৃদ্ধ; **শ্রিয়া**—সৌভাগ্যের দ্বারা; **অভিজুষ্টঃ**—আশীর্বাদ পুষ্ট হয়ে; **স্ব-ধর্মেণ**—ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করে; **আরাধয়ন্**—আরাধনা করেছিলেন; **তম্**—তাঁকে; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **ভগবন্তম্**—ভগবান; **আরাধনীয়ম্**—পরম আরাধ্য; **অপগত-সাধ্বসঃ**—নির্ভয়ে; **আস্তে**—রয়েছেন; **অধুনা অপি**—এখনও।

অনুবাদ

বিতললোকের নীচে সুতল অবস্থিত। সেখানে বিরোচনের পুত্র মহাযশা মহা পুণ্যবান বলি মহারাজ বাস করেন। দেবরাজ ইন্দ্রের কল্যাণ সাধনের জন্য ভগবান শ্রীবিষ্ণু অদিতির গর্ভ থেকে বটু বামনরূপে আবির্ভূত হয়ে, ছলনাপূর্বক বলির কাছ থেকে ত্রিপাদ ভূমি ভিক্ষা করে ত্রিলোক অপহরণ করেছিলেন। বলি মহারাজের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে, ভগবান তাঁকে তাঁর রাজ্য ফিরিয়ে দেন এবং ইন্দ্রেরও দুর্লভ সম্পদে সমৃদ্ধ করেন। সুতললোকে বলি মহারাজ এখনও ভগবানের আরাধনায় যুক্ত রয়েছেন।

তাৎপর্য

ভগবানকে বলা হয় উত্তমশ্লোক, অর্থাৎ "তিনি শ্রেষ্ঠ সংস্কৃত শ্লোকের দ্বারা পূজিত হন," এবং বলি মহারাজের মতো তাঁর ভক্তেরাও পুণ্যশ্লোকের দ্বারা পূজিত হন, অর্থাৎ যেই শ্লোকের প্রভাবে পুণ্য বর্ধিত হয়। বলি মহারাজ ভগবানকে তাঁর সম্পদ, রাজ্য, এমনকি তাঁর দেহ পর্যন্তও অর্পণ করেছিলেন (*সর্বাত্মনিবেদনে বলিঃ*)। ভগবান ব্রাহ্মণ-ভিক্ষুকরূপে বলি মহারাজের সম্মুখে আবির্ভূত হয়েছিলেন, এবং বলি মহারাজ তাঁকে তাঁর সর্বস্ব দান করেছিলেন। কিন্তু ভগবানকে তাঁর সর্বস্ব দান করার ফলে বলি মহারাজ দরিদ্র হয়ে যাননি, তিনি এক সার্থক ভক্তে পরিণত হয়েছিলেন এবং ভগবানের কৃপায় সবকিছু ফিরে পেয়েছিলেন। তেমনই যাঁরা কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন প্রসারের জন্য দান করেন, তার ফলে তাঁদের কোন ক্ষতি হয় না; তাঁরা তাঁদের সমস্ত সম্পদ শ্রীকৃষ্ণের আশীর্বাদ সহ ফিরে পান। পক্ষান্তরে, যাঁরা আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের পক্ষে দান গ্রহণ করেন, তাঁদের অত্যন্ত সাবধান থাকতে হবে, যাতে তার একটি কড়িও ভগবানের প্রেমময়ী সেবা ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যয় না করা হয়।

শ্লোক ১৯

নো এবৈতৎ সাক্ষাৎকারো ভূমিদানস্য যত্তদ্ভগবত্যশেষজীবনিকায়ানাং জীবভূতাত্মভূতে পরমাত্মনি বাসুদেবে তীর্থতমে পাত্র উপপন্নে পরয়া শ্রদ্ধয়া পরমাদরসমাহিতমনসা সম্প্রতিপাদিতস্য সাক্ষাদপবর্গদ্বারস্য যদ্বিলনিলয়ৈশ্বর্যম্ ॥ ১৯ ॥

নো—না; এব—বস্তুতপক্ষে; এতৎ—এই; সাক্ষাৎকারঃ—প্রত্যক্ষ ফল; ভূমি-দানস্য—ভূমি দান করার; যৎ—যা; তৎ—তা; ভগবতি—পরমেশ্বর ভগবানকে; অশেষ-জীব-নিকায়ানাম্—অসংখ্য জীবদের; জীব-ভূত-আত্ম-ভূতে—যিনি জীবন এবং পরমাত্মা; পরম-আত্মনি—পরম নিয়ন্তা; বাসুদেবে—ভগবান শ্রীবাসুদেব (কৃষ্ণ); তীর্থ-তমে—সমস্ত তীর্থস্থানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; পাত্রে—সব চাইতে যোগ্য পাত্রে; উপপন্নে—সমীপবর্তী হয়ে; পরয়া—সর্বশ্রেষ্ঠ; শ্রদ্ধয়া—শ্রদ্ধা সহকারে; পরম-আদর—পরম শ্রদ্ধা সহকারে; সমাহিত-মনসা—সমাহিত চিত্তে; সম্প্রতিপাদিতস্য—যা দান করা হয়েছিল; সাক্ষাৎ—প্রত্যক্ষভাবে; অপবর্গ-দ্বারস্য—মুক্তির দ্বার; যৎ—যা; বিল-নিলয়—বিল বা কৃত্রিম স্বর্গের; ঐশ্বর্যম্—ঐশ্বর্য।

অনুবাদ

হে রাজন, বলি মহারাজ যে ভগবানকে তাঁর সর্বস্ব দান করেছিলেন বলে বিলস্বর্গে মহা ঐশ্বর্য প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তা কখনও মনে করা উচিত নয়। যিনি সমস্ত জীবের জীবন স্বরূপ, যিনি পরম সুহৃৎরূপে সকলের হৃদয়ে বিরাজ করেন, এবং যাঁর নির্দেশনায় জীব এই জগতে সুখ অথবা দুঃখ ভোগ করে, সেই পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে বলি মহারাজ তাঁর সর্বস্ব অর্পণ করেছিলেন। কোন জড়-জাগতিক লাভের জন্য তিনি তা করেননি, শুদ্ধ ভক্ত হওয়ার জন্যই তিনি তা করেছিলেন। শুদ্ধ ভক্তের কাছে মুক্তির দ্বার আপনা থেকেই খুলে যায়। অতএব কখনও মনে করা উচিত নয় যে, বলি মহারাজ তাঁর দানের বিনিময়ে এই সমস্ত জড় ঐশ্বর্য লাভ করেছিলেন। কেউ যখন শুদ্ধ প্রেমে ভগবানের ভক্ত হন, তখন ভগবানের ইচ্ছার প্রভাবে তিনি জড়-জাগতিক উচ্চ পদ লাভ করতে পারেন। কিন্তু, কখনও ভ্রান্তিবশত মনে করা উচিত নয় যে, ভক্তের জড় ঐশ্বর্য তাঁর ভগবদ্ভক্তির ফল। ভগবদ্ভক্তির প্রকৃত ফল হচ্ছে শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি জাগরিত করা, যা সর্ব অবস্থাতেই বর্তমান থাকে।

শ্লোক ২০

যস্য হ বাব ক্ষুতপতনপ্রস্খলনাদিষু বিবশঃ সকৃন্নামাভিগৃণন্ পুরুষঃ কর্মবন্ধনমঞ্জসা বিধুনোতি যস্য হৈব প্রতিবাধনং মুমুক্ষবোঽন্যথৈবোপলভন্তে ॥ ২০ ॥

যস্য—যার; **হ বাব**—বস্তুতপক্ষে; **ক্ষুত**—ক্ষুধা; **পতন**—পতন; **প্রস্খলনাদিষু**—স্খলন আদি সময়ে; **বিবশঃ**—অসহায় হয়ে; **সকৃৎ**—একবার; **নাম অভিগৃণন্**—ভগবানের দিব্য নাম উচ্চারণ করে; **পুরুষঃ**—ব্যক্তি; **কর্ম-বন্ধনম্**—সকাম কর্মের বন্ধন; **অঞ্জসা**—সম্পূর্ণরূপে; **বিধুনোতি**—বিধৌত হয়; **যস্য**—যার; **হ**—নিশ্চিতভাবে; **এব**—এই ভাবে; **প্রতিবাধনম্**—বিকর্ষণ; **মুমুক্ষবঃ**—মুক্তিকামী ব্যক্তিদের; **অন্যথা**—অন্যথা; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **উপলভন্তে**—উপলব্ধি করার চেষ্টা করছে।

অনুবাদ

কেউ যদি ক্ষুধা, পতন, স্খলন আদির সময়ে ব্যাকুল হয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও একবার মাত্র ভগবানের নাম উচ্চারণ করেন, তা হলে তিনি দুর্বার কর্মবন্ধন থেকে অনায়াসে মুক্ত হন। সেই মুক্তি লাভের জন্যই মুক্তিকামীরা কর্মমূলস্বরূপ সংসারবন্ধন ছেদন করার জন্য অষ্টাঙ্গযোগ আদি নানা প্রকার ক্লেশ স্বীকার করে।

তাৎপর্য

কেউ যদি বলে যে, ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হতে হলে সর্বপ্রথমে ভগবানকে সর্বস্ব নিবেদন করে মুক্ত হতে হবে, তা হলে সেই কথা ভুল। ভগবদ্ভক্ত কোন রকম আলাদা প্রয়াস না করেই, আপনা থেকেই মুক্তি লাভ করেন। বলি মহারাজ ভগবানকে সর্বস্ব দান করার ফলস্বরূপ জড় ঐশ্বর্য লাভ করেননি। যিনি সব রকম জড় কামনা-বাসনা থেকে মুক্ত হয়ে ভগবানের ভক্ত হয়েছেন, তিনি ঐ জাগতিক ও পারমার্থিক উভয় সৌভাগ্যকেই ভগবানের দান বলে মনে করেন, এবং এইভাবে তাঁর ভগবৎসেবা কখনও প্রতিহত হয় না। ভগবদ্ভক্তকে মুক্তি লাভের জন্য পৃথকভাবে চেষ্টা করতে হয় না। শ্রীল বিল্বমঙ্গল ঠাকুর বলেছেন, *মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলিঃ সেবতেঽস্মান্*—ভগবদ্ভক্তকে মুক্তির জন্য পৃথকভাবে চেষ্টা করতে হয় না, কারণ মুক্তিদেবী স্বয়ং তাঁকে সেবা করার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকেন।

এই প্রসঙ্গে *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত* গ্রন্থে (*অন্ত্যলীলা* ৩/১৭৭-১৮৮) শ্রীল হরিদাস ঠাকুর ভগবানের নাম গ্রহণের ফল সম্বন্ধে বর্ণনা করেছেন—

কেহ বলে,—'নাম হৈতে হয় পাপক্ষয়'।
কেহ বলে,—'নাম হৈতে জীবের মোক্ষ হয়'॥ ১৭৭॥

তাঁদের কেউ কেউ বললেন, "ভগবানের দিব্য নাম গ্রহণ করার ফলে পাপ ক্ষয় হয়"; এবং অন্য কেউ বললেন, "ভগবানের দিব্য নাম গ্রহণের ফলে মুক্তি লাভ হয়।"

হরিদাস কহেন,—"নামের এই দুই ফল নয়।
নামের ফলে কৃষ্ণপদে প্রেম উপজয়॥ ১৭৮॥

হরিদাস ঠাকুর তখন তার প্রতিবাদ করে বললেন, "এই দুটি নামের প্রকৃত ফল নয়। নিরপরাধে নাম গ্রহণের ফলে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে প্রেমের উদয় হয়।"

আনুষঙ্গিক ফল নামের—'মুক্তি,' 'পাপনাশ'।
তাহার দৃষ্টান্ত যৈছে সূর্যের প্রকাশ॥ ১৮০॥

'মুক্তি' এবং 'পাপক্ষয়', এই দুটি ভগবানের দিব্য নাম গ্রহণের আনুষঙ্গিক ফল; তার দৃষ্টান্তস্বরূপ সূর্যের প্রকাশের উল্লেখ করা যায়।

এই শ্লোকের অর্থ কর পণ্ডিতের গণ।"
সব কহে,—'তুমি কহ অর্থ-বিবরণ'॥ ১৮২॥

একটি শ্লোক আবৃত্তি করে হরিদাস ঠাকুর তাঁদের বললেন, "হে পণ্ডিতগণ, দয়া করে আপনারা এই শ্লোকের অর্থ বিশ্লেষণ করুন।" তখন সমস্ত শ্রোতারা হরিদাস ঠাকুরকে অনুরোধ করলেন, "আপনি এই শ্লোকের অর্থ বিশ্লেষণ করুন।"

হরিদাস কহেন,—"যৈছে সূর্যের উদয়।
উদয় না হৈতে আরম্ভে তমের হয় ক্ষয়॥ ১৮৩॥
চৌর-প্রেত-রাক্ষসাদির ভয় হয় নাশ।
উদয় হৈলে ধর্ম-কর্ম-আদি পরকাশ॥ ১৮৪॥
ঐছে নামোদয়ারম্ভে পাপ-আদির ক্ষয়।
উদয় কৈলে কৃষ্ণপদে হয় প্রেমোদয়॥ ১৮৫॥

হরিদাস ঠাকুর বললেন, "সূর্য উদয়ের আগেই যেমন রাত্রির অন্ধকার বিদূরিত হতে থাকে এবং অন্ধকারজনিত চোর, প্রেত, রাক্ষসাদির ভয় দূর হয়, এবং সূর্যের উদয় হলে ধর্ম, কর্ম আদির অনুষ্ঠান শুরু হয়; তেমনই, অপরাধ বর্জিত হয়ে নাম গ্রহণের আভাসের ফলেই পাপ-আদির ক্ষয় হয়, এবং শুদ্ধ নামের উদয় হলে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে প্রেম লাভ হয়।

'মুক্তি' তুচ্ছ-ফল হয় নামাভাস হৈতে ॥ ১৮৬ ॥

" 'মুক্তি' নামাভাসের তুচ্ছ ফল।"

যে মুক্তি ভক্ত না লয়, সে কৃষ্ণ চাহে দিতে" ॥ ১৮৮ ॥

"যে মুক্তি শুদ্ধ ভক্ত গ্রহণ করতে চান না, তা কৃষ্ণ অনায়াসে দিতে চান।"

নামাভাস হচ্ছে নাম-অপরাধ এবং শুদ্ধ নাম গ্রহণের মধ্যবর্তী স্তর। ভগবানের নাম গ্রহণের তিনটি স্তর রয়েছে। প্রথম স্তরটি হচ্ছে দশ অপরাধযুক্ত নাম, তার পরবর্তী স্তরটি নামাভাস, যে স্তরে অপরাধ প্রায় নিবৃত্ত হয়েছে এবং নাম গ্রহণকারী প্রায় শুদ্ধ নামের স্তরে পৌঁছে গেছেন। তৃতীয় স্তরটিতে যখন নিরপরাধে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন হয়, তখন সুপ্ত কৃষ্ণপ্রেম জাগরিত হয়। সেটিই হচ্ছে সিদ্ধির চরম অবস্থা।

শ্লোক ২১

তদ্ভক্তানামাত্মবতাং সর্বেষামাত্মন্যাত্মদ আত্মতয়ৈব ॥ ২১ ॥

তৎ—তা; **ভক্তানাম্**—মহান ভক্তদের; **আত্মবতাম্**—সনক, সনাতন আদি আত্মজ্ঞানী পুরুষদের; **সর্বেষাম্**—সকলের; **আত্মনি**—আত্মস্বরূপ ভগবানকে; **আত্মদে**—যিনি নিঃসঙ্কোচে নিজেকে তাঁর কাছে সমর্পণ করেন; **আত্মতয়া**—যিনি পরম আত্মা; **এব**—প্রকৃতপক্ষে।

অনুবাদ

সকলের হৃদয়ে পরমাত্মারূপে বিরাজমান পরমেশ্বর ভগবান নারদ মুনির মতো ভক্তদের কাছে নিজেকে বিক্রি করে দেন। অর্থাৎ, ভগবানের প্রতি যাঁরা শুদ্ধ প্রেমপরায়ণ, ভগবান সেই সমস্ত ভক্তদের শুদ্ধ প্রেম দান করেন। সনকাদি আত্মজ্ঞানীদের তিনি পরমাত্মস্বরূপ উপলব্ধিরূপ চিন্ময় আনন্দ দান করেন।

তাৎপর্য

বলি মহারাজ ভগবানকে সর্বস্ব দান করেছিলেন বলে ভগবান তাঁর দ্বাররক্ষক হননি, পক্ষান্তরে তাঁর মহান ভগবৎ প্রেমের জন্যই তিনি তাঁর প্রতি এই প্রকার কৃপা প্রদর্শন করেছিলেন।

শ্লোক ২২

ন বৈ ভগবান্নূনমমুষ্যানুজগ্রাহ যদুত পুনরাত্মানুস্মৃতিমোষণং মায়াময়ভোগৈশ্বর্যমেবাতনুতেতি ॥ ২২ ॥

ন—না; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **নূনম্**—নিশ্চিতভাবে; **অমুষ্য**—বলি মহারাজকে; **অনুজগ্রাহ**—তাঁর অনুগ্রহ প্রদর্শন করেছিলেন; **যৎ**—যেহেতু; **উত**—নিশ্চিতভাবে; **পুনঃ**—পুনরায়; **আত্ম-অনুস্মৃতি**—ভগবৎ স্মৃতি; **মোষণম্**—যা হরণ করে নেয়; **মায়াময়**—মায়ার এক প্রকার প্রভাব; **ভৌগৈশ্বর্যম্**—জড় ঐশ্বর্য; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **আতনুত**—বিস্তার করে; **ইতি**—এই ভাবে।

অনুবাদ

ভগবান বলি মহারাজকে জড় সুখ এবং ঐশ্বর্য প্রদান করে তাঁর কৃপা প্রদর্শণ করেননি, কারণ ভৌগৈশ্বর্যের ফলে জীব ভগবানের প্রেমময়ী সেবার কথা ভুলে যায়। জড় ঐশ্বর্যের ফলে মনকে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে আর একাগ্র করা যায় না।

তাৎপর্য

দুই প্রকার ঐশ্বর্য রয়েছে। একটি কর্মযোগ এবং অন্যটি ভগবৎ প্রসাদ যোগ। ভগবানের চরণে সর্বতোভাবে শরণাগত আত্মা কখনও তাঁর ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য জড় ঐশ্বর্য কামনা করেন না। তাই যখন কোন শুদ্ধ ভক্তকে ঐশ্বর্য সমন্বিত হতে দেখা যায়, তখন বুঝতে হবে যে সেটি তাঁর কর্মজাত নয়, পক্ষান্তরে তা তাঁর ভক্তিজাত। অর্থাৎ, তা তিনি লাভ করেছেন কারণ ভগবান চান যে, তিনি যেন অনায়াসে এবং সমৃদ্ধি সহকারে সেবা করতে পারেন। নবীন ভক্তের প্রতি ভগবানের বিশেষ কৃপা হচ্ছে যে, তিনি আর্থিক দিক দিয়ে নির্ধন হয়ে যান। তা ভগবানের বিশেষ কৃপা, কারণ নবীন ভক্ত যদি জড় ঐশ্বর্য লাভ করেন, তা হলে তিনি ভগবানের সেবার কথা ভুলে যাবেন। কিন্তু, উন্নত স্তরের ভক্তকে ভগবান ঐশ্বর্য প্রদান করে কৃপা করেন। সেই ঐশ্বর্য জড় ঐশ্বর্য নয়, তা চিন্ময় ঐশ্বর্য। দেবতাদের জড় ঐশ্বর্য প্রদান করার ফলে, তাঁরা ভগবানকে ভুলে যান, কিন্তু বলি মহারাজকে ভগবান ঐশ্বর্য প্রদান করেছিলেন তাঁর সেবা করার জন্য, এবং সেই ঐশ্বর্য মায়ার প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল।

শ্লোক ২৩

যত্তদ্ভগবতানধিগতান্যোপায়েন যাচ্ঞাচ্ছলেনাপহৃতস্বশরীরাবশেষিত-লোকত্রয়ো বরুণপাশৈশ্চ সম্প্রতিমুক্তো গিরিদর্যাং চাপবিদ্ধ ইতি হোবাচ ॥ ২৩ ॥

যৎ—যা; **তৎ**—তা; **ভগবতা**—ভগবানের দ্বারা; **অনধিগত-অন্য-উপায়েন**—যাকে অন্য কোন উপায়ে উপলব্ধি করা যায় না; **যাচ্ঞা-ছলেন**—ভিক্ষার ছলে; **অপহৃত**—অপহরণ করেছিলেন; **স্ব-শরীর-অবশেষিত**—কেবল তাঁর দেহ মাত্র অবশিষ্ট রেখে; **লোক-ত্রয়ঃ**—ত্রিলোক; **বরুণ-পাশৈঃ**—বরুণপাশের দ্বারা; **চ**—ও; **সম্প্রতিমুক্তঃ**—সম্পূর্ণরূপে বদ্ধ; **গিরি-দর্যাম্**—পর্বতের গহ্বরে; **চ**—ও; **অপবিদ্ধঃ**—প্রক্ষিপ্ত হয়েছিলেন; **ইতি**—এইভাবে; **হ**—বস্তুতপক্ষে; **উবাচ**—বলেছিলেন।

অনুবাদ

ভগবান যখন দেখলেন যে, বলি মহারাজের সবকিছু নিয়ে নেওয়ার আর কোন উপায় নেই, তখন তিনি ভিক্ষা করার ছলে তাঁর শরীর মাত্র অবশিষ্ট রেখে তাঁর কাছ থেকে ত্রিলোকের আধিপত্য অপহরণ করে নিয়েছিলেন। কিন্তু তখনও ভগবান সন্তুষ্ট হননি। তিনি বলি মহারাজকে বরুণপাশে বদ্ধ করে গিরিগহ্বরে নিক্ষেপ করেছিলেন। এইভাবে তাঁর সর্বস্ব অপহরণ করে তাঁকে গিরিগহ্বরে নিক্ষেপ করা হলেও বলি মহারাজ এমনই মহান ভক্ত ছিলেন যে, তিনি এইভাবে বলেছিলেন।

শ্লোক ২৪

নূনং বতায়ং ভগবানর্থেষু ন নিষ্ণাতো যোঽসাবিন্দ্রো যস্য সচিবো মন্ত্রায় বৃত একান্ততো বৃহস্পতিস্তমতিহায় স্বয়মুপেন্দ্রেণাত্মানমযাচতাত্মনশ্চাশিষো নো এব তদ্দাস্যমতিগম্ভীরবয়সঃ কালস্য মন্বন্তরপরিবৃত্তং কিয়ল্লোক-ত্রয়মিদম্ ॥ ২৪ ॥

নূনম্—নিশ্চিতভাবে; **বত**—আহা; **অয়ম্**—এই; **ভগবান্**—অত্যন্ত বিদ্বান; **অর্থেষু**—ব্যক্তিগত স্বার্থে; **ন**—না; **নিষ্ণাতঃ**—অত্যন্ত অভিজ্ঞ; **যঃ**—যিনি; **অসৌ**—এই দেবরাজ; **ইন্দ্রঃ**—ইন্দ্র; **যস্য**—যার; **সচিবঃ**—প্রধান মন্ত্রী; **মন্ত্রায়**—উপদেশ দেওয়ার জন্য; **বৃতঃ**—মনোনয়ন করেছে; **একান্ততঃ**—একা; **বৃহস্পতিঃ**—বৃহস্পতি; **তম্**—তাঁকে; **অতিহায়**—অবজ্ঞা করে; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **উপেন্দ্রেণ**—উপেন্দ্র (ভগবান বামনদেবের সাহায্যে); **আত্মানম্**—আমি; **অযাচত**—অনুরোধ করেছি; **আত্মনঃ**—নিজের জন্য; **চ**—এবং; **আশিষঃ**—আশীর্বাদ (ত্রিলোক); **ন**—না; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **তৎ-দাস্যম্**—ভগবানের প্রেমময়ী সেবার জন্য; **অতি**—অত্যন্ত; **গম্ভীর-বয়সঃ**—অসীম; **কালস্য**—কালের; **মন্বন্তর-পরিবৃত্তম্**—মনুর জীবনান্তে পরিবর্তন হয়; **কিয়ৎ**—তার কি মূল্য; **লোক-ত্রয়ম্**—ত্রিলোকের; **ইদম্**—এই।

অনুবাদ

আহা, কি দুঃখের বিষয়! এই দেবরাজ ইন্দ্র অত্যন্ত বিদ্বান ও শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও এবং বৃহস্পতিকে তাঁর সচিবের পদে বরণ করে তাঁর থেকে মন্ত্রণা গ্রহণ করা সত্ত্বেও তিনি পারমার্থিক উন্নতি সাধনের বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ। বৃহস্পতিও বুদ্ধিমান নন, কারণ তিনি তাঁর শিষ্য ইন্দ্রকে যথাযথভাবে উপদেশ দেননি। ভগবান বামনদেব ইন্দ্রের দ্বারে এসে দণ্ডায়মান ছিলেন, কিন্তু ইন্দ্র তাঁর দাস্য প্রার্থনা না করে, তাঁকে দিয়ে আমার কাছ থেকে তাঁর ইন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য সামান্য ত্রিলোকের আধিপত্য ভিক্ষা করালেন। এই ত্রিলোকের আধিপত্য নিতান্তই তুচ্ছ, কারণ সমস্ত জড় ঐশ্বর্যই কেবল মন্বন্তর পর্যন্ত থাকে, যা অনন্ত কালের এক নগণ্য অংশ।

তাৎপর্য

বলি মহারাজ এতই শক্তিশালী ছিলেন যে, তিনি ইন্দ্রকে যুদ্ধে পরাজিত করে ত্রিলোকের উপর তাঁর আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। ইন্দ্র অবশ্যই অত্যন্ত জ্ঞানবান, কিন্তু বামনদেবের কাছে তাঁর শ্রীপাদপদ্মের দাস্য ভিক্ষা করার পরিবর্তে, তিনি তাঁকে দিয়ে কিছু জড়-জাগতিক সম্পদ ভিক্ষা করিয়েছিলেন, যা মন্বন্তরে শেষ হয়ে যাবে। মনুর আয়ুষ্কাল, এক মন্বন্তরের দৈর্ঘ্য হচ্ছে ৭১ চতুর্যুগ। ৪৩,২০,০০০ বছরে এক চতুর্যুগ, এবং তাই মনুর আয়ু ৩০,৯৬,০০,০০০ বছর। দেবতারা তাঁদের জড় ঐশ্বর্য কেবল মনুর জীবনান্ত অবধি ভোগ করতে পারেন। কাল দুর্লঙ্ঘ্য। যে কাল নির্ধারিত হয়েছে তা কোটি কোটি বছর হলেও, অচিরেই শেষ হয়ে যায়। দেবতারাও তাঁদের জড় ঐশ্বর্য কেবল নির্দিষ্ট কাল পর্যন্তই ভোগ করতে পারেন। তাই বলি মহারাজ অনুতাপ করেছেন যে, ইন্দ্র অত্যন্ত বিদ্বান হওয়া সত্ত্বেও তাঁর বুদ্ধির সদ্ব্যবহার যে কিভাবে করতে হয়, তা জানেন না। কারণ বামনদেবের কাছে তাঁর সেবায় যুক্ত হওয়ার অনুমতি ভিক্ষা না করে, ইন্দ্র তাঁকে দিয়ে বলি মহারাজের কাছে জড় ঐশ্বর্য ভিক্ষা করিয়েছেন। ইন্দ্র যদিও বিদ্বান এবং বৃহস্পতি যদিও তাঁর উপদেষ্টা, তবুও তাঁরা উভয়েই ভগবান বামনদেবের প্রেমময়ী সেবা সম্পাদন করতে সমর্থ হননি। তাই বলি মহারাজ ইন্দ্রের জন্য অনুতাপ করেছেন।

শ্লোক ২৫

যস্যানুদাস্যমেবাস্মৎপিতামহঃ কিল বব্রে ন তু স্বপিত্র্যং যদুতাকুতোভয়ং পদং দীয়মানং ভগবতঃ পরমিতি ভগবতোপরতে খলু স্বপিতরি ॥২৫॥

যস্য—যাঁর (ভগবানের); **অনুদাস্যম্**—সেবা; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **অস্মৎ**—আমাদের; **পিতামহঃ**—পিতামহ; **কিল**—প্রকৃত পক্ষে; **বব্রে**—স্বীকার করেছিলেন; **ন**—না; **তু**—কিন্তু; **স্ব**—স্বীয়; **পিত্র্যম্**—পিতৃ সম্পত্তি; **যৎ**—যা; **উত**—নিশ্চিতভাবে; **অকুতঃ-ভয়ম্**—অভয়; **পদম্**—পদ; **দীয়মানম্**—দেওয়া হলেও; **ভগবতঃ**—ভগবান থেকে; **পরম্**—অন্য; **ইতি**—এই প্রকার; **ভগবতা**—ভগবানের দ্বারা; **উপরতে**—যখন নিহত হয়েছিলেন; **খলু**—বাস্তবিকপক্ষে; **স্ব-পিতরি**—তাঁর পিতা।

অনুবাদ

বলি মহারাজ বললেন—আমার পিতামহ প্রহ্লাদই একমাত্র পুরুষার্থ বিষয়ে অভিজ্ঞ ছিলেন। তাঁর পিতা হিরণ্যকশিপুর মৃত্যুর পর ভগবান নৃসিংহদেব যখন প্রহ্লাদকে তাঁর পিতার রাজ্য এমনকি জড় বন্ধন থেকে মুক্তি পর্যন্ত প্রদান করতে চেয়েছিলেন, তখন প্রহ্লাদ মহারাজ মুক্তি এবং ভোগৈশ্বর্য কোনটিই গ্রহণ করেননি তিনি বিবেচনা করেছিলেন যে, সেইগুলি ভগবদ্ভক্তির প্রতিবন্ধক-স্বরূপ এবং তাই তা ভগবানের প্রকৃত কৃপা নয়। তাই, কর্ম এবং জ্ঞানের ফল গ্রহণ করার পরিবর্তে প্রহ্লাদ মহারাজ কেবল ভগবানের দাস্যই ভিক্ষা করেছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু উপদেশ দিয়েছেন যে, অনন্য ভক্ত নিজেকে ভগবানের দাসের দাসের অনুদাস বলে মনে করবেন (*গোপীভর্তুঃ পদকমলয়োর্দাস-দাসানুদাসঃ*)। বৈষ্ণব দর্শনে সরাসরিভাবে ভগবানের দাস্য আকাঙ্ক্ষা করা হয় না। প্রহ্লাদ মহারাজ এই জড় জগতে এক অতি উচ্চ সমৃদ্ধশালী পদ লাভের আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়েছিলেন, এমনকি তাঁকে ব্রহ্মসাযুজ্যে লীন হয়ে যাওয়ার মুক্তিও প্রদান করা হয়েছিল, কিন্তু তিনি সে সবই প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি কেবল ভগবানের দাসের অনুদাসের সেবায় যুক্ত হতে চেয়েছিলেন। তাই বলি মহারাজ বলেছেন যে, তাঁর পিতামহ প্রহ্লাদ মহারাজ যেহেতু ভোগৈশ্বর্য এবং জড় বন্ধন থেকে মুক্তির বর প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, তাই তিনি যথাযথভাবে পুরুষার্থ বিষয়ে অভিজ্ঞ ছিলেন।

শ্লোক ২৬

তস্য মহানুভাবস্যানুপথমমৃজিতকষায়ঃ কো বাস্মদ্বিধঃ পরিহীণভগবদনুগ্রহ উপজিগমিষতীতি ॥ ২৬ ॥

তস্য—প্রহ্লাদ মহারাজের; **মহা-অনুভাবস্য**—যিনি ছিলেন এক মহানুভব ভক্ত; **অনুপথম্**—পথ; **অমৃজিত-কষায়ঃ**—জড় বিষয়ের দ্বারা কলুষিত ব্যক্তি; **কঃ**—কি; **বা**—অথবা; **অস্মৎ-বিধঃ**—আমাদের মতো; **পরিহীণ-ভগবৎ-অনুগ্রহঃ**—ভগবানের অনুগ্রহ বিনা; **উপজিগমিষতি**—অনুসরণ করতে চায়; **ইতি**—এইভাবে।

অনুবাদ

বলি মহারাজ বললেন—আমাদের মতো ব্যক্তিরা, যারা এখনও জড় সুখভোগের প্রতি আসক্ত, যারা জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা কলুষিত এবং যারা ভগবানের কৃপা লাভে বঞ্চিত, তারা কখনও প্রহ্লাদ মহারাজের মতো মহান ভগবদ্ভক্তের দ্বারা প্রদর্শিত মহান মার্গ অনুসরণ করতে পারে না।

তাৎপর্য

বলা হয় যে, আত্ম-উপলব্ধির জন্য ব্রহ্মা, দেবর্ষি নারদ, শিব, প্রহ্লাদ মহারাজ আদি মহাজনদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হয়। যদি আমরা পূর্বতন আচার্য বা মহাজনদের পদাঙ্ক অনুসরণ করি, তা হলে ভক্তির মার্গ মোটেই কঠিন নয়, কিন্তু যারা জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাবে জড় বিষয়ের দ্বারা অত্যন্ত কলুষিত, তারা কখনও মহাজনদের অনুসরণ করতে পারে না। বলি মহারাজ যদিও প্রকৃতপক্ষে তাঁর পিতামহের পদাঙ্ক অনুসরণ করছিলেন, কিন্তু বিনয়বশত তিনি মনে করেছিলেন যে, তিনি তা করছেন না। ভগবদ্ভক্তির পন্থা অনুশীলনকারী মহান বৈষ্ণবের এটিই হচ্ছে বৈশিষ্ট্য যে, তিনি সর্বদা নিজেকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করেন। এটি লোকদেখানো কৃত্রিম বিনয় নয়, প্রকৃত বৈষ্ণব সত্যি সত্যি সেই কথা মনে করেন এবং তাই কখনও তাঁর উচ্চ পদের কথা স্বীকার করেন না।

শ্লোক ২৭

তস্যানুচরিতমুপরিষ্টাদ্বিস্তরিষ্যতে যস্য ভগবান্ স্বয়মখিলজগদ্-গুরুর্নারায়ণো দ্বারি গদাপাণিরবতিষ্ঠতে নিজজনানুকম্পিতহৃদয়ো যেনাঙ্গুষ্ঠেন পদা দশকন্ধরো যোজনাযুতাযুতং দিগ্বিজয় উচ্চাটিতঃ ॥২৭॥

তস্য—বলি মহারাজের; **অনুচরিতম্**—মহিমা; **উপরিষ্টাৎ**—পরে (অষ্টম স্কন্ধে); **বিস্তরিষ্যতে**—বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হবে; **যস্য**—যাঁর; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **অখিল-জগৎ-গুরুঃ**—ত্রিভুবনের গুরু; **নারায়ণঃ**—ভগবান

নারায়ণ স্বয়ং; **দ্বারি**—দ্বারে; **গদাপাণিঃ**—গদাহস্তে; **অবতিষ্ঠতে**—দণ্ডায়মান; **নিজ-জন-অনুকম্পিত-হৃদয়ঃ**—যাঁর হৃদয় সর্বদা তাঁর ভক্তদের প্রতি কৃপায় পূর্ণ থাকে; **যেন**—যার দ্বারা; **অঙ্গুষ্ঠেন**—বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের দ্বারা; **পদা**—তাঁর পায়ের, **দশকন্ধরঃ**—দশ মস্তকবিশিষ্ট রাবণ; **যোজন-অযুত-অযুতম্**—দশ হাজার যোজন দূরে; **দিগ্বিজয়ে**—বলি মহারাজকে পরাজিত করার উদ্দেশ্যে; **উচ্চাটিতঃ**—নিক্ষেপ করেছিলেন।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে রাজন, বলি মহারাজের মহিমা আমি কিভাবে বর্ণনা করব? অখিল জগদ্‌গুরু, তাঁর ভক্তের প্রতি সদয় হৃদয় ভগবান নারায়ণ স্বয়ং গদাহস্তে বলির দ্বারে অবস্থান করছেন। দিগ্বিজয়ের উদ্দেশ্যে দশস্কন্ধ রাবণ যখন সেই বলির দ্বারে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিল, তখন বামনদেব তাকে তাঁর পদাঙ্গুষ্ঠের দ্বারা আশি হাজার মাইল দূরে নিক্ষেপ করেছিলেন। সেই বলি মহারাজের চরিত্র এবং কার্যকলাপ আমি পরে (অষ্টম স্কন্ধে) বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করব।

শ্লোক ২৮

ততোঽধস্তাত্তলাতলে ময়ো নাম দানবেন্দ্রস্ত্রিপুরাধিপতির্ভগবতা পুরারিণা ত্রিলোকীশং চিকীর্ষুণা নির্দগ্ধস্বপুরত্রয়স্তৎপ্রসাদাল্লব্ধপদো মায়াবিনামাচার্যো মহাদেবেন পরিরক্ষিতো বিগতসুদর্শনভয়ো মহীয়তে ॥ ২৮ ॥

ততঃ—সেই সুতললোকের; **অধস্তাৎ**—নীচে; **তলাতলে**—তলাতল নামক লোকে; **ময়ঃ**—ময়; **নাম**—নামক; **দানব-ইন্দ্রঃ**—দানবদের রাজা; **ত্রি-পুর-অধিপতিঃ**—তিনটি নগরীর অধিপতি; **ভগবতা**—পরম শক্তিশালী; **পুরারিণা**—ত্রিপুরারি মহাদেবের দ্বারা; **ত্রি-লোকী**—ত্রিভুবনের; **শম্**—সৌভাগ্য; **চিকীর্ষুণা**—ইচ্ছা করে; **নির্দগ্ধ**—দহন করেছিলেন; **স্ব-পুর-ত্রয়ঃ**—যার তিনটি নগরী; **তৎ-প্রসাদাৎ**—সেই শিবের কৃপায়; **লব্ধ**—প্রাপ্ত; **পদঃ**—রাজ্য; **মায়াবিনাম্ আচার্যঃ**—মায়াবীদের গুরু; **মহাদেবেন**—শিবের দ্বারা; **পরিরক্ষিতঃ**—রক্ষিত; **বিগত-সুদর্শন-ভয়ঃ**—যিনি ভগবান এবং তাঁর সুদর্শন চক্রের ভয়ে ভীত নন; **মহীয়তে**—পূজিত হন।

অনুবাদ

সুতললোকের নীচে তলাতল নামক আর একটি লোক রয়েছে, যা ময়দানবের রাজ্য। ময়ামায়াবীদের আচার্য। ত্রিলোকের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ত্রিপুরারি শিব একবার

ময়ের তিনটি পুরী দগ্ধ করেন, কিন্তু তার প্রতি প্রসন্ন হয়ে, তিনি আবার তাকে তার অধিকার ফিরিয়ে দেন। সেই সময় থেকে দানবেন্দ্র ময় ত্রিপুরারি মহাদেব কর্তৃক সর্বতোভাবে রক্ষিত, এবং তাই তিনি ভ্রান্তিবশত মনে করেন যে, ভগবান এবং তাঁর সুদর্শন চক্রের ভয়ে ভীত হওয়ার আর কোন কারণ নেই।

শ্লোক ২৯

ততোঽধস্তান্মহাতলে কাদ্রবেয়াণাং সর্পাণাং নৈকশিরসাং ক্রোধবশো নাম গণঃ কুহকতক্ষককালিয়সুষেণাদিপ্রধানা মহাভোগবন্তঃ পতত্রিরাজাধিপতেঃ পুরুষবাহাদনবরতমুদ্বিজমানাঃ স্বকলত্রাপত্যসুহৃৎকুটুম্বসঙ্গেন ক্বচিৎ প্রমত্তা বিহরন্তি ॥ ২৯ ॥

ততঃ—তলাতললোকের; **অধস্তাৎ**—নীচে; **মহাতলে**—মহাতল নামক লোকে; **কাদ্রবেয়াণাম্**—কদ্রুর বংশধরেরা; **সর্পাণাম্**—মহাসর্পদের; **ন এক-শিরসাম্**—বহু ফণা-বিশিষ্ট; **ক্রোধ-বশঃ**—সর্বদা ক্রোধের বশীভূত; **নাম**—নামক; **গণঃ**—সমূহ; **কুহক**—কুহক; **তক্ষক**—তক্ষক; **কালিয়**—কালিয়; **সুষেণ**—সুষেণ; **আদি**—ইত্যাদি; **প্রধানাঃ**—প্রমুখ; **মহা-ভোগবন্তঃ**—সর্ব প্রকার জড় সুখভোগের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত; **পতত্রি-রাজাধিপতেঃ**—পক্ষীরাজ গরুড় থেকে; **পুরুষ-বাহাৎ**—ভগবানের বাহন; **অনবরতম্**—নিরন্তর; **উদ্বিজমানাঃ**—ভীত; **স্ব**—তাদের নিজেদের; **কলত্র-অপত্য**—পত্নী ও সন্তান-সন্ততি; **সুহৃৎ**—বন্ধুবান্ধব; **কুটুম্ব**—আত্মীয়-স্বজন; **সঙ্গেন**—সঙ্গে; **ক্বচিৎ**—কখনও কখনও; **প্রমত্তাঃ**—ক্রুদ্ধ; **বিহরন্তি**—তারা বিহার করে।

অনুবাদ

তলাতলের নীচে মহাতল। সেখানে বহুফণাধারী সর্বদা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ কদ্রুতনয় সর্পেরা বাস করে। সেই সমস্ত মহাসর্পের মধ্যে কুহক, তক্ষক, কালিয়, সুষেণ আদি প্রধান। মহাতলের সর্পেরা সর্বদাই ভগবানের বাহন পক্ষীরাজ গরুড়ের ভয়ে অত্যন্ত ভীত থাকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা তাদের স্ত্রী, পুত্র, বন্ধু ও আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে আনন্দ উপভোগ করে।

তাৎপর্য

এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মহাতল লোকে যে সমস্ত অত্যন্ত শক্তিশালী বহু ফণাবিশিষ্ট সর্পেরা বাস করে, তারা সর্বদা তাদের পরম শত্রু গরুড়ের ভয়ে ভীত

থাকে এবং তবুও তারা তাদের স্ত্রী, পুত্র ও আত্মীয়-স্বজনদের সাহচর্যে নিজেদের অত্যন্ত সুখী বলে মনে করে। এটিই হচ্ছে সংসার জীবন। অত্যন্ত জঘন্য অবস্থাতে থাকা সত্ত্বেও মানুষ স্ত্রী, পুত্র আত্মীয়স্বজন পরিবৃত হয়ে নিজেদের অত্যন্ত সুখী বলে মনে করে।

শ্লোক ৩০

ততোঽধস্তাদ্রসাতলে দৈতেয়া দানবাঃ পণয়ো নাম নিবাতকবচাঃ কালেয়া হিরণ্যপুরবাসিন ইতি বিবুধপ্রত্যনীকা উৎপত্ত্যা মহৌজসো মহাসাহসিনো ভগবতঃ সকললোকানুভাবস্য হরেরেব তেজসা প্রতিহতবলাবলেপা বিলেশায়া ইব বসন্তি যে বৈ সরময়েন্দ্রদূত্যা বাগ্‌ভির্মন্ত্রবর্ণাভিরিন্দ্রাদ্বিভ্যতি ॥ ৩০ ॥

ততঃ অধস্তাৎ—মহাতলের নীচে; **রসাতলে**—রসাতলে; **দৈতেয়াঃ**—দিতির পুত্রগণ; **দানবাঃ** —দনুর পুত্রগণ; **পণয়ঃ নাম**—পণি নামক; **নিবাত-কবচাঃ**—নিবাতকবচগণ; **কালেয়াঃ**—কালেয়গণ; **হিরণ্য-পুরবাসিনঃ**—হিরণ্যপুরবাসীগণ; **ইতি**—এইভাবে; **বিবুধ-প্রত্যনীকাঃ**—দেবতাদের শত্রুগণ; **উৎপত্ত্যাঃ**—জন্ম থেকে; **মহা-ওজসঃ**—অত্যন্ত শক্তিশালী; **মহা-সাহসিনঃ**—অত্যন্ত সাহসী; **ভগবতঃ**—ভগবানের; **সকল-লোক-অনুভাবস্য**—যিনি সকল লোকের মঙ্গলকারী; **হরেঃ**—ভগবানের; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **তেজসা**—সুদর্শন চক্রের দ্বারা; **প্রতিহত**—পরাভূত; **বল**—বল; **অবলেপাঃ**—দৈহিক বলজনিত গর্ব; **বিল-ঈশয়াঃ**—সর্প; **ইব**—সদৃশ; **বসন্তি**—বাস করে; **যে**—যারা; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **সরময়া**—সরমার দ্বারা; **ইন্দ্র-দূত্যা**—ইন্দ্রের দূত; **বাগ্‌ভিঃ**—বাণীর দ্বারা; **মন্ত্র-বর্ণাভিঃ**—মন্ত্ররূপে; **ইন্দ্রাৎ**—দেবরাজ ইন্দ্র থেকে; **বিভ্যতি**—ভীত হয়।

অনুবাদ

মহাতলের নীচে রসাতল, যেখানে দিতি এবং দনুর পুত্র দৈত্য ও দানবেরা বাস করে। তাদের বলা হয় পণি, নিবাতকবচ, কালেয় এবং হিরণ্যপুরবাসী । এরা সকলে দেবতাদের শত্রু এবং সর্পের মতো বিবরে বাস করে। এরা জন্ম থেকেই অত্যন্ত শক্তিশালী এবং নিষ্ঠুর। যিনি সমস্ত লোকের অধিপতি সেই ভগবানের সুদর্শন চক্রের দ্বারা এরা সর্বদাই পরাভূত হয়। ইন্দ্রের দূতী সরমা যখন একটি

বিশেষ অভিশাপ মন্ত্র উচ্চারণ করেন, তখন এই সমস্ত সর্পসদৃশ অসুরেরা ইন্দ্রের ভয়ে অত্যন্ত ভীত হয়।

তাৎপর্য

কথিত আছে যে, এক সময় এই সমস্ত সর্পসদৃশ অসুরদের সঙ্গে দেবরাজ ইন্দ্রের এক মহা যুদ্ধ হয়। পরাজিত হয়ে অসুরেরা ইন্দ্রের দূতী সরমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। সরমা তখন একটি মন্ত্র উচ্চারণ করেন এবং তার ফলে ভীত হয়ে তারা রসাতলে বাস করছে।

শ্লোক ৩১

ততোঽধস্তাৎ পাতালে নাগলোকপতয়ো বাসুকিপ্রমুখাঃ শঙ্খকুলিক-মহাশঙ্খশ্বেতধনঞ্জয়ধৃতরাষ্ট্রশঙ্খচূড়কম্বলাশ্বতরদেবদত্তাদয়ো মহাভোগিনো মহামর্ষা নিবসন্তি যেষামু হ বৈ পঞ্চসপ্তদশশতসহস্রশীর্ষাণাং ফণাসু বিরচিতা মহামণয়ো রোচিষ্ণবঃ পাতালবিবরতিমিরনিকরং স্বরোচিষা বিধমন্তি ॥ ৩১ ॥

ততঃ অধস্তাৎ—রসাতলের নীচে; **পাতালে**—পাতাললোকে; **নাগ-লোক-পতয়ঃ**—নাগলোকের প্রভুগণ; **বাসুকি**—বাসুকির দ্বারা; **প্রমুখাঃ**—প্রধান; **শঙ্খ**—শঙ্খ; **কুলিক**—কুলিক; **মহাশঙ্খ**—মহাশঙ্খ; **শ্বেত**—শ্বেত; **ধনঞ্জয়**—ধনঞ্জয়; **ধৃতরাষ্ট্র**—ধৃতরাষ্ট্র; **শঙ্খচূড়**—শঙ্খচূড়; **কম্বল**—কম্বল; **অশ্বতর**—অশ্বতর; **দেবদত্ত**—দেবদত্ত; **আদয়ঃ**—ইত্যাদি; **মহা-ভোগিনঃ**—জড় সুখভোগের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত; **মহা-অমর্ষাঃ**—স্বভাবতই অত্যন্ত ক্রূর; **নিবসন্তি**—বাস করে; **যেষাম্**—যাদের; **উ হ**—নিশ্চিতভাবে; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **পঞ্চ**—পাঁচ; **সপ্ত**—সাত; **দশ**—দশ; **শত**—এক শত; **সহস্র**—এক হাজার; **শীর্ষাণাম্**—ফণা সমন্বিত; **ফণাসু**—সেই ফণায়; **বিরচিতাঃ**—সংলগ্ন; **মহা-মণয়ঃ**—মহা মূল্যবান মণিসমূহ; **রোচিষ্ণবঃ**—প্রভায় পূর্ণ; **পাতাল-বিবর**—পাতালের গহ্বরে; **তিমির-নিকরম্**—গভীর অন্ধকার; **স্ব-রোচিষা**—তাদের সেই মণির আলোকে; **বিধমন্তি**—বিদূরিত হয়।

অনুবাদ

রসাতলের নীচে পাতাল বা নাগলোক, যেখানে শঙ্খ, কুলিক, মহাশঙ্খ, শ্বেত, ধনঞ্জয়, ধৃতরাষ্ট্র, শঙ্খচূড়, কম্বল, অশ্বতর, দেবদত্ত আদি নাগলোকপতি ভয়ঙ্কর

আসুরিক সর্পেরা বাস করে। তাদের নেতা হচ্ছে বাসুকি। তারা অত্যন্ত কোপনস্বভাব এবং তারা বহু ফণাবিশিষ্ট—তাদের কারও পাঁচটি ফণা, কারও সাতটি, কারও দশটি, কারও এক শত এবং কারও আবার এক হাজার ফণা। এই সমস্ত ফণায় মহা মূল্যবান মণি সংলগ্ন রয়েছে এবং সেই মণির আলোকে সেই বিলস্বর্গের ঘোর অন্ধকার বিদূরিত হয়।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধের 'পাতাললোকের বর্ণনা' নামক চতুর্বিংশতি অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।